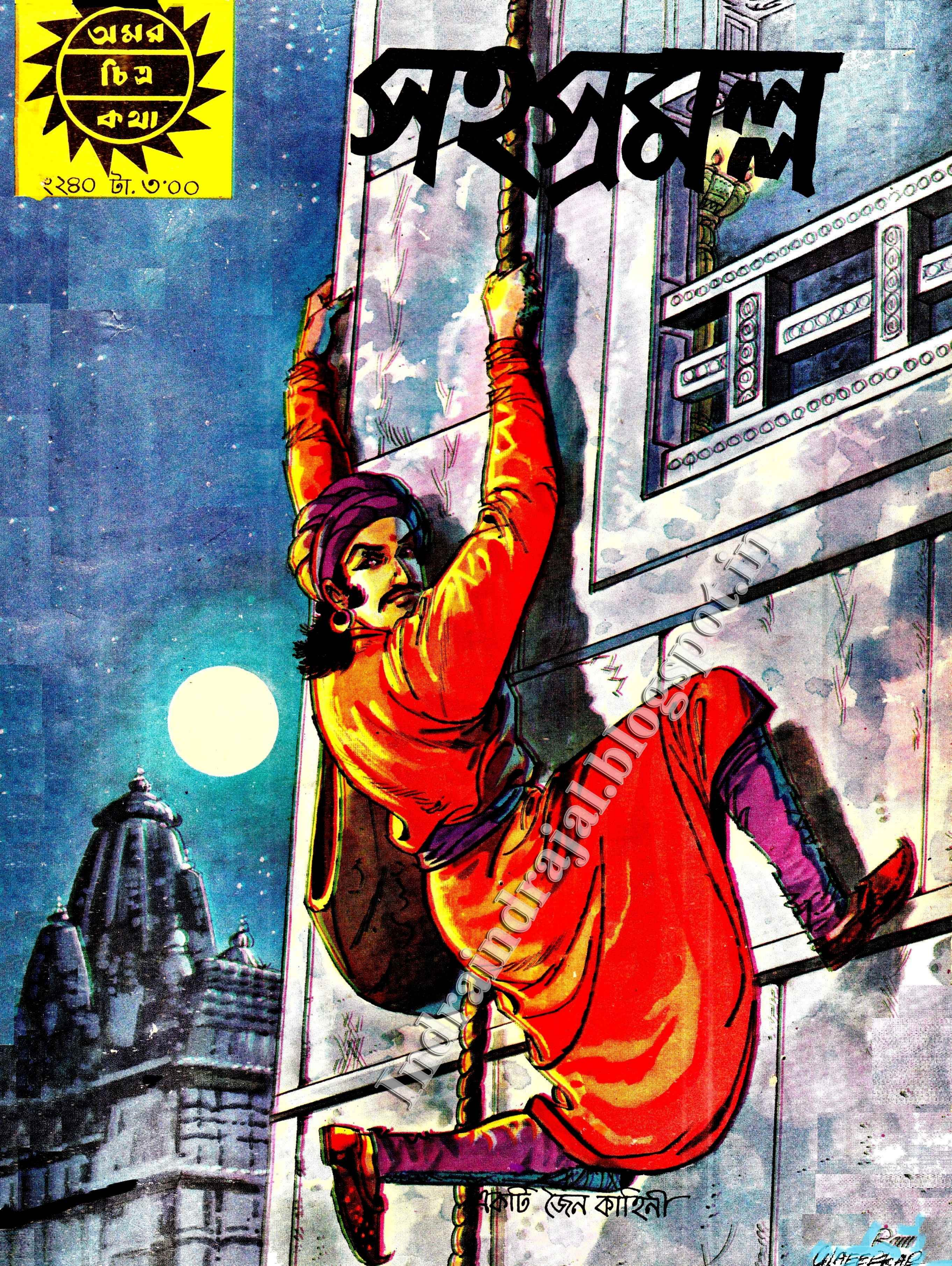


অমর
চিত্র
কথা
₹২৪০ টা. ৩'০০

সংক্রমণ



একটি জেন কাহিনী

Ram
WAZIR

সহস্রমল্ল

জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য জৈন সন্ন্যাসীগণ যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের সহজ-সরল ধর্মীয় মতবাদ অজ্ঞ লোকেদের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁরা বিভিন্ন গল্প-গাথাকেই অবলম্বন করেছেন। আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় এ ধরনের হাজার হাজার শিখামূলক গল্পের সন্ধান পাই। 'বর্ধমান-দেশন' গ্রন্থ থেকে গৃহীত সহস্রমল্লের গল্পটি থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ামক। সে যা হতে ইচ্ছে করবে তাই হতে পারবে। সে নিজের ইচ্ছানুসারেই নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, জৈন দার্শনিকগণ কৃতকর্মেরই নিন্দা করেছেন, কর্মীর নয়। সে জন্য সহস্রমল্লের মতো কট্টর অপরাধীও সন্ন্যাসী বসুদর করুণা আর সাহায্যের থেকে বঞ্চিত হয়না।

অনুবাদ / সত্রব্রত বসু, বনলিপি / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

‘অমরচিত্রকথা’র বাংলা সংস্করণের

একমাত্র পরিবেশক

উচ্চারণ

২/১, গ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

© India Book House Education Trust, Bombay-400 039.

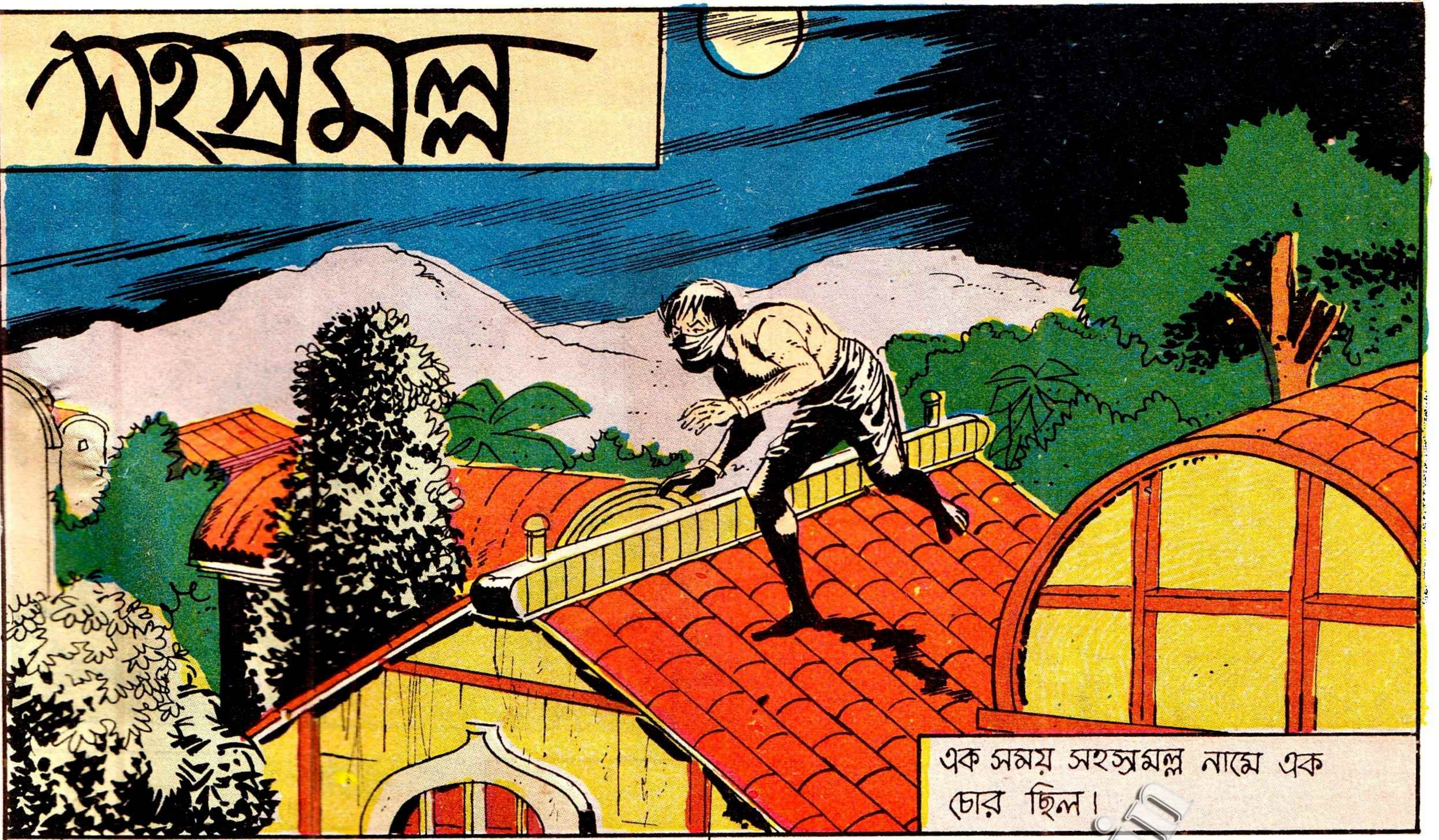
All rights reserved.

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor : Anant Pai Script : Luis M. Fernandes

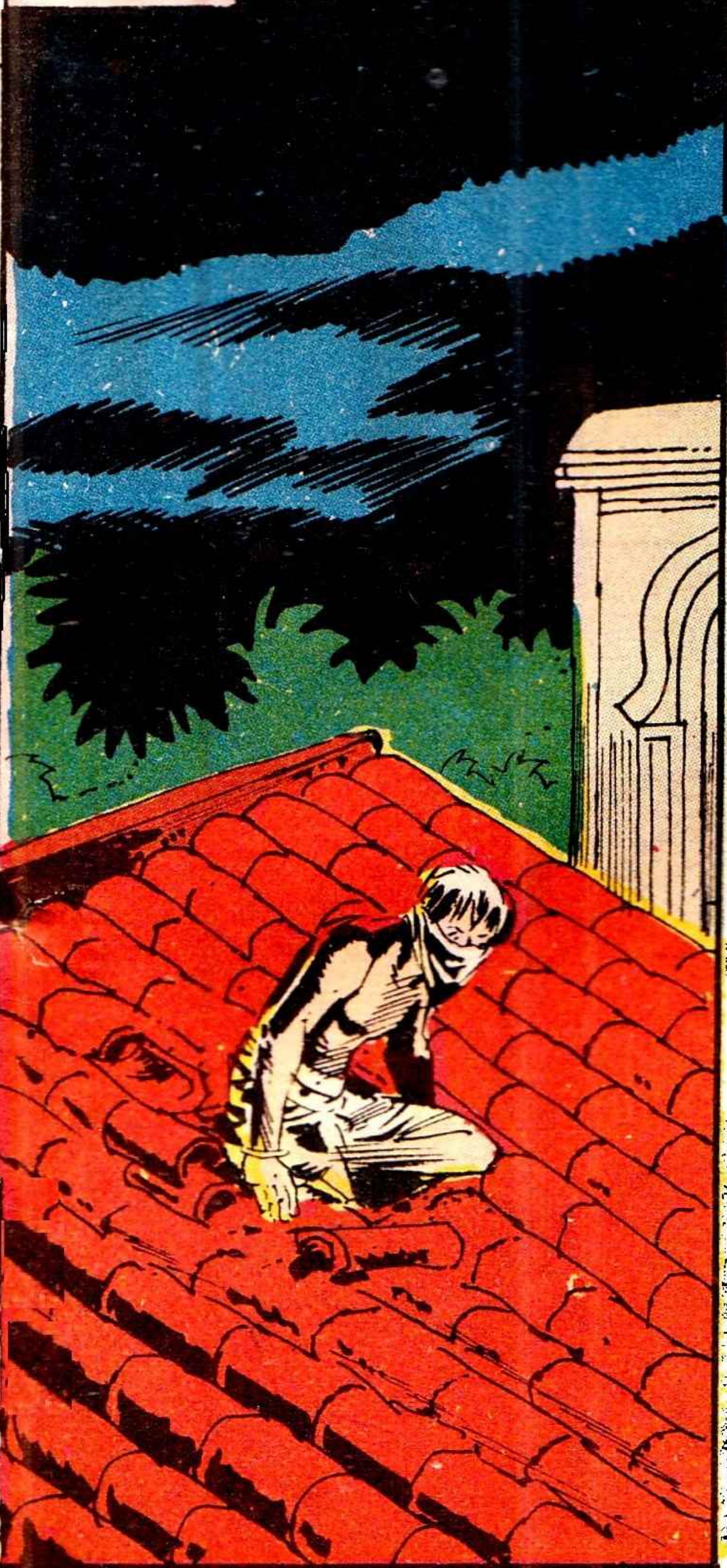
Artworks : Ram Waeerkar

সহস্রমল্ল

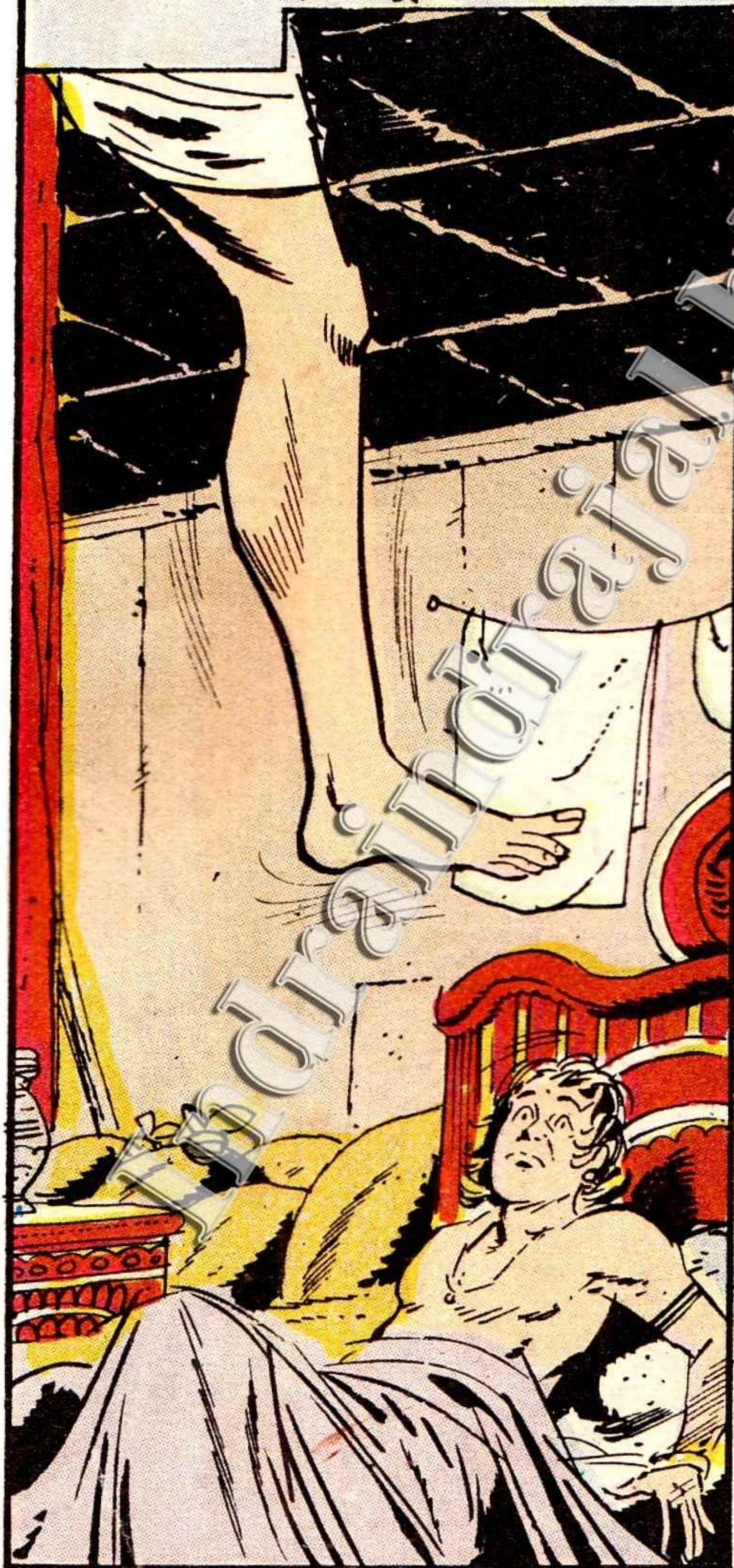


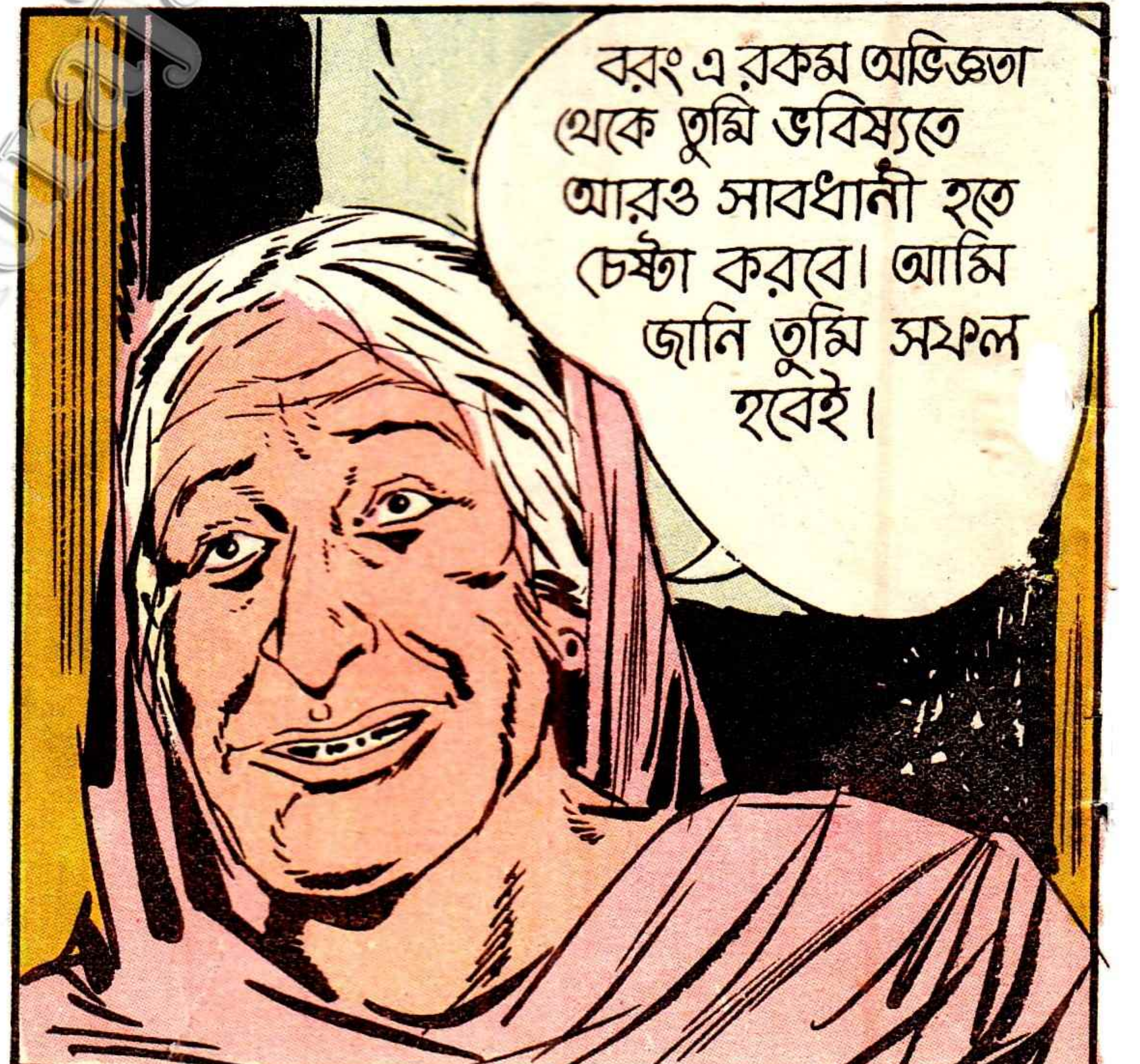
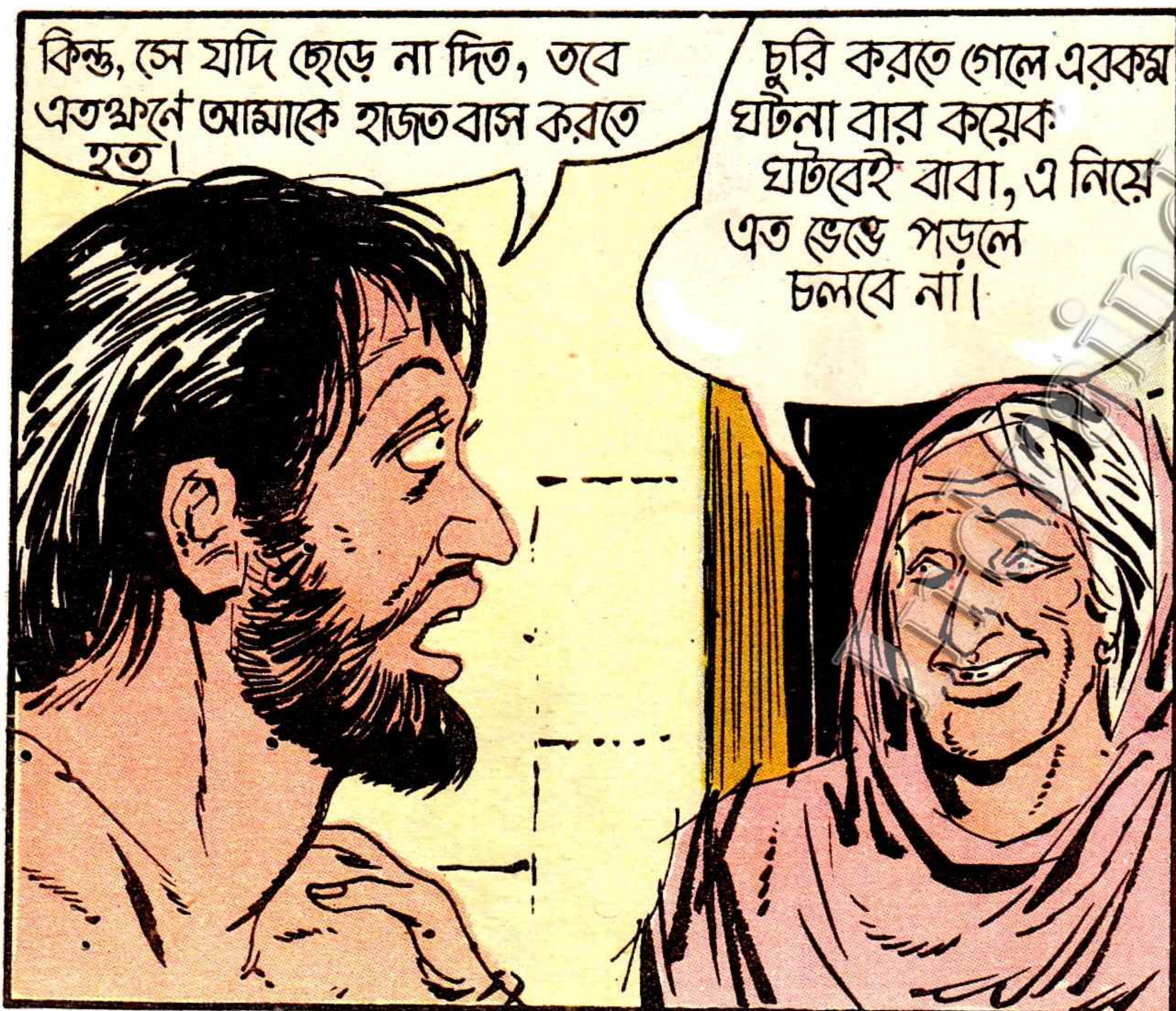
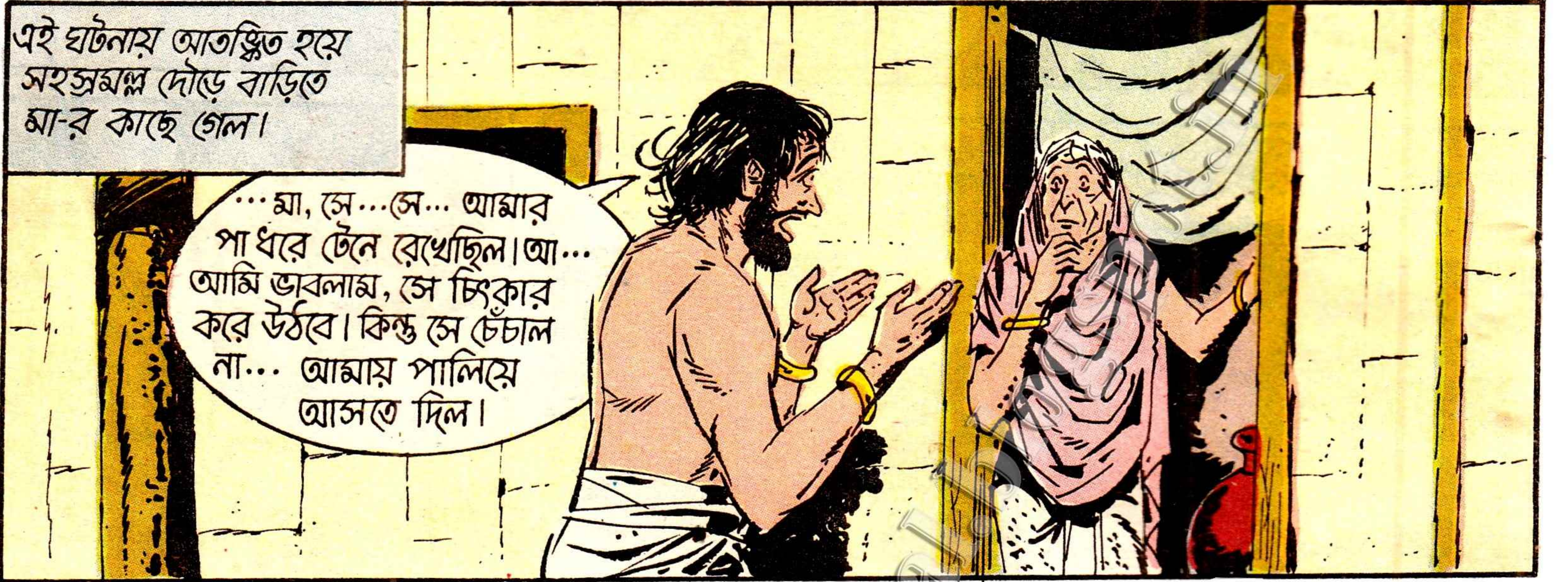
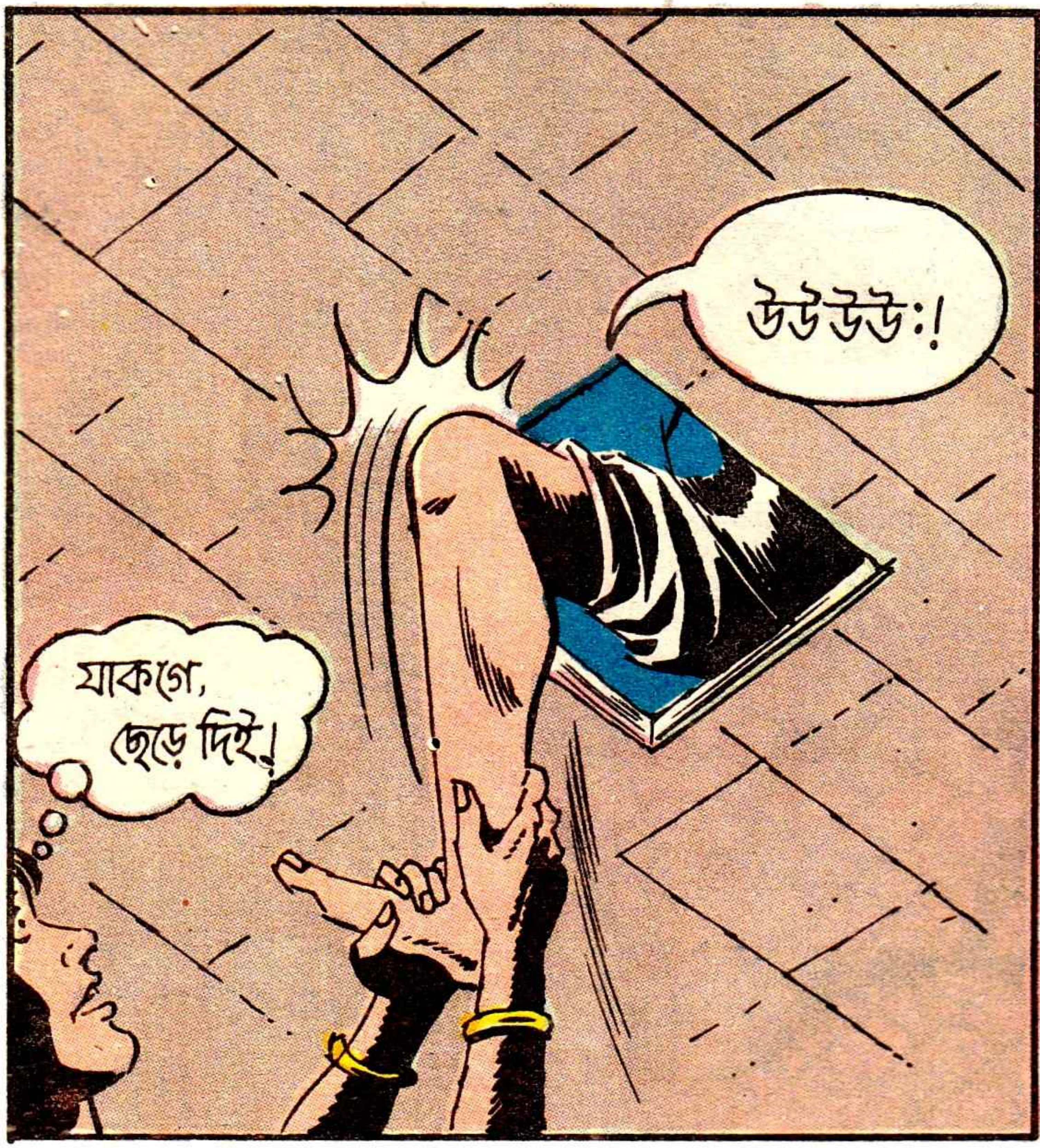
এক সময় সহস্রমল্ল নামে এক চোর ছিল।

একদিন রাতে সে এক জুহুরীর দোকানের ছাদের টালি সরিয়ে চুরি করতে তুচ্ছ।

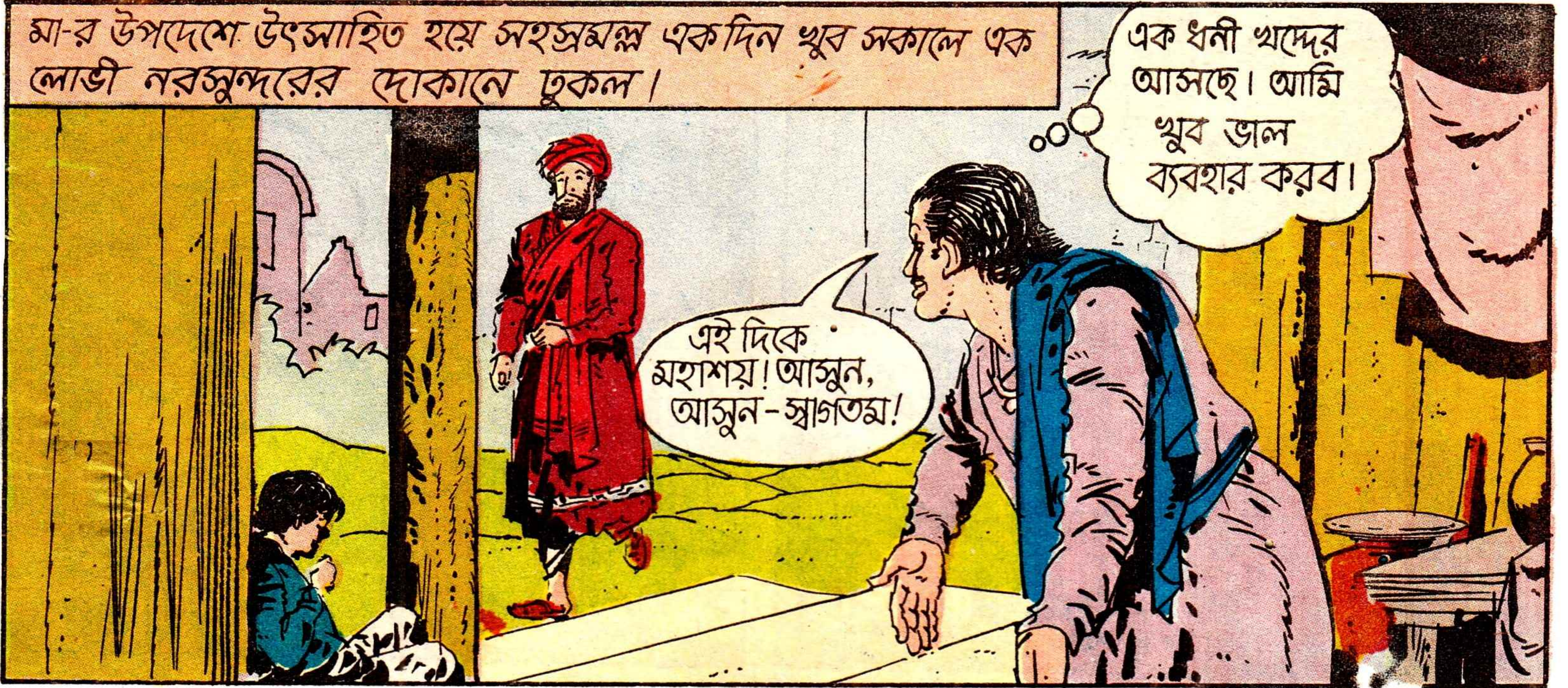


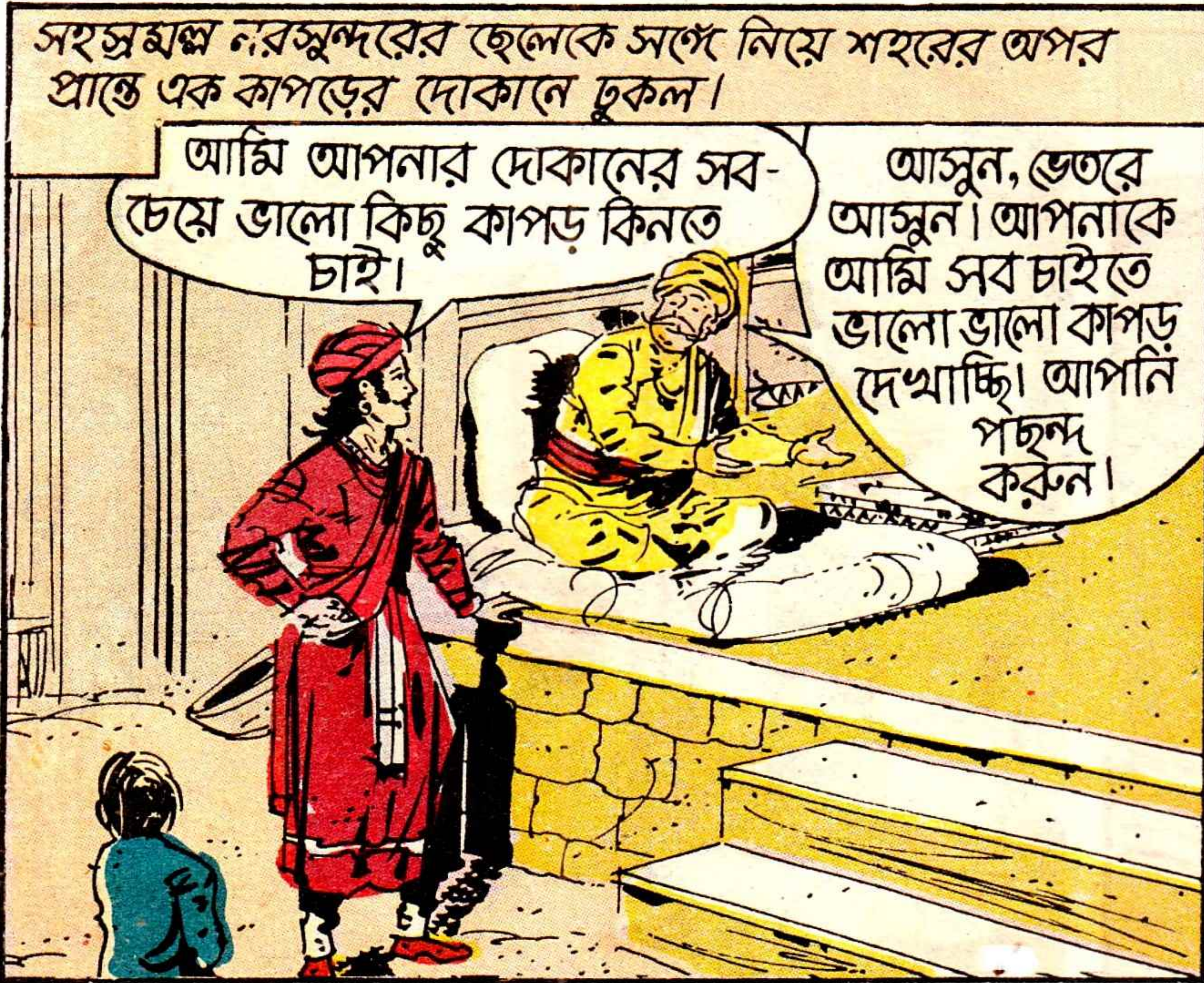
কিন্তু, এমনই ভাগ্য যে, সেই সময় দোকানের ভিতর দোকানের মালিকের ছেলে ঘুমিয়েছিল।





মা-র উপদেশে উৎসাহিত হয়ে সহস্রমল্ল একদিন খুব সকালে এক
লোভী নরসুন্দরের দোকানে ঢুকল।







তুমি একটু এখানে থাকো বাবা। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি!

আপনি ওর জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ওকে দেখব।

সহস্রসংখ্য কাপড়গুলি নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং...



..সোজা বাড়িতে এসে মারসামনে দাঁড়াল।

সব তোমার জন্যে এনেছি, মা।

সাবাস, বাবা! আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দেখলে তুমি যদি আত্মবিশ্বাস রেখে কাজ কর তহলে কি রকম সমল হতে পার।



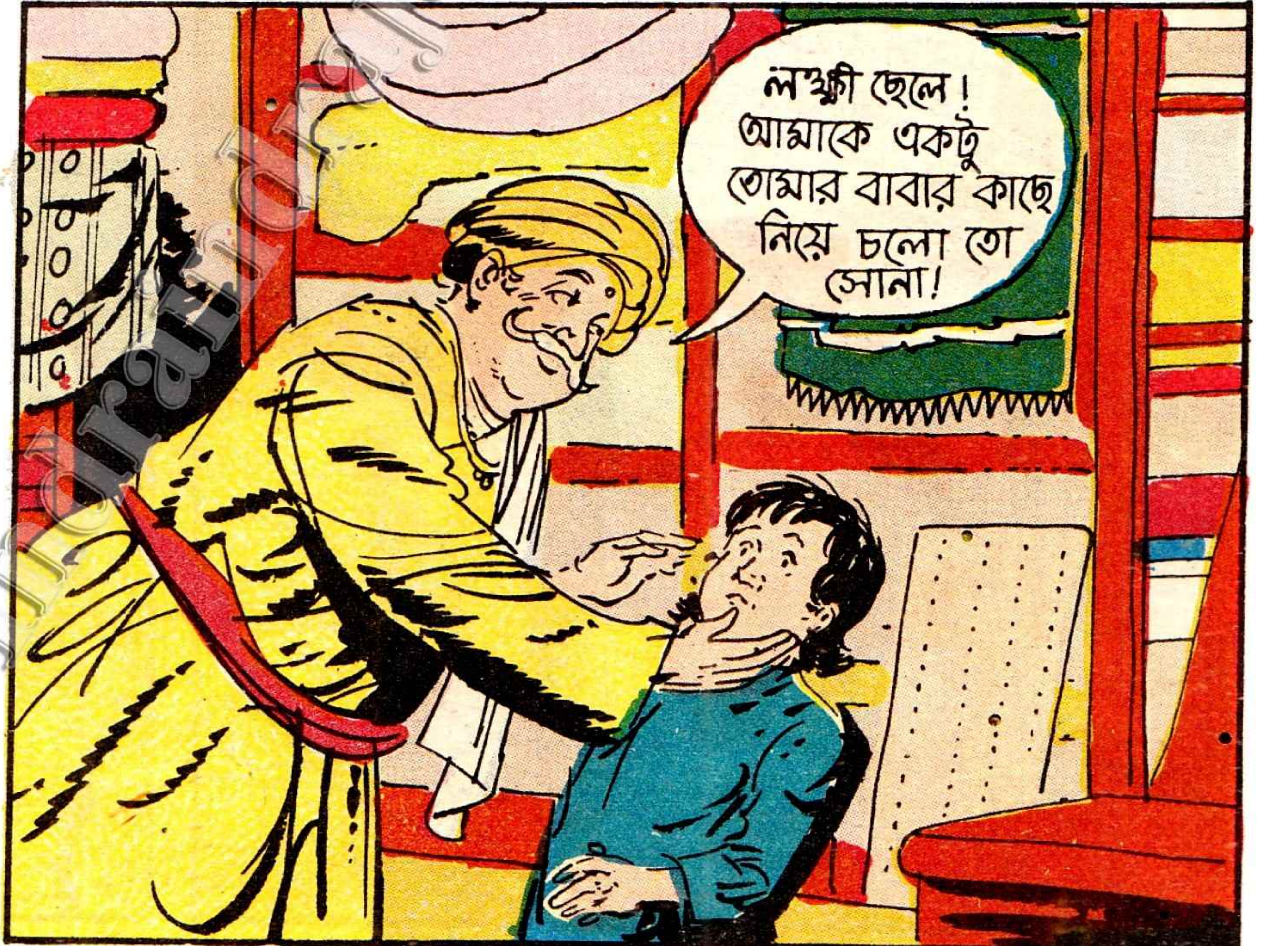
মা, তুমি একবার শহরে গিয়ে শুলে এস, লোকেরা এই চুরি সম্বন্ধে কি বলাবলি করছে!

আমি এখনি যাচ্ছি বাবা!



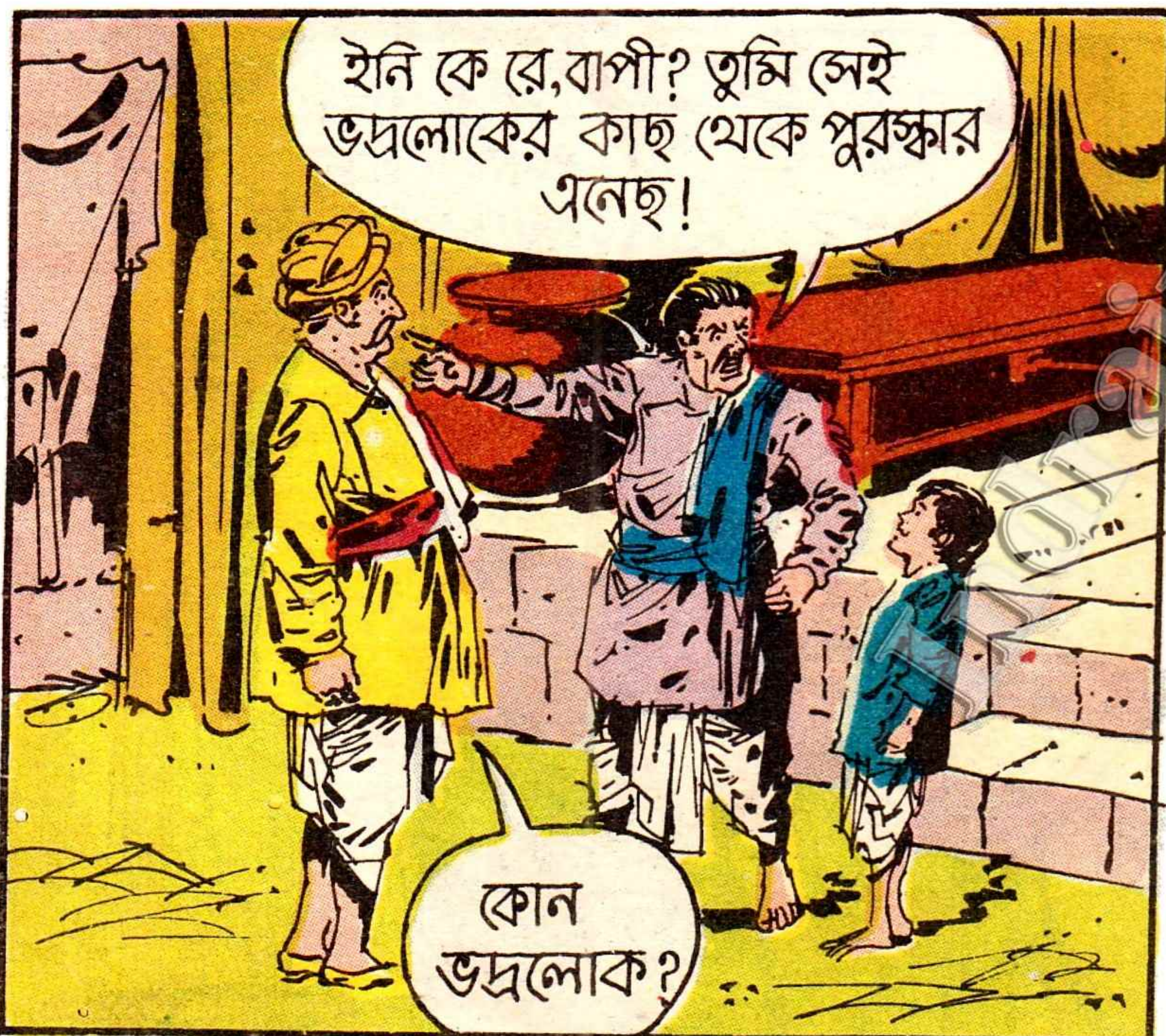
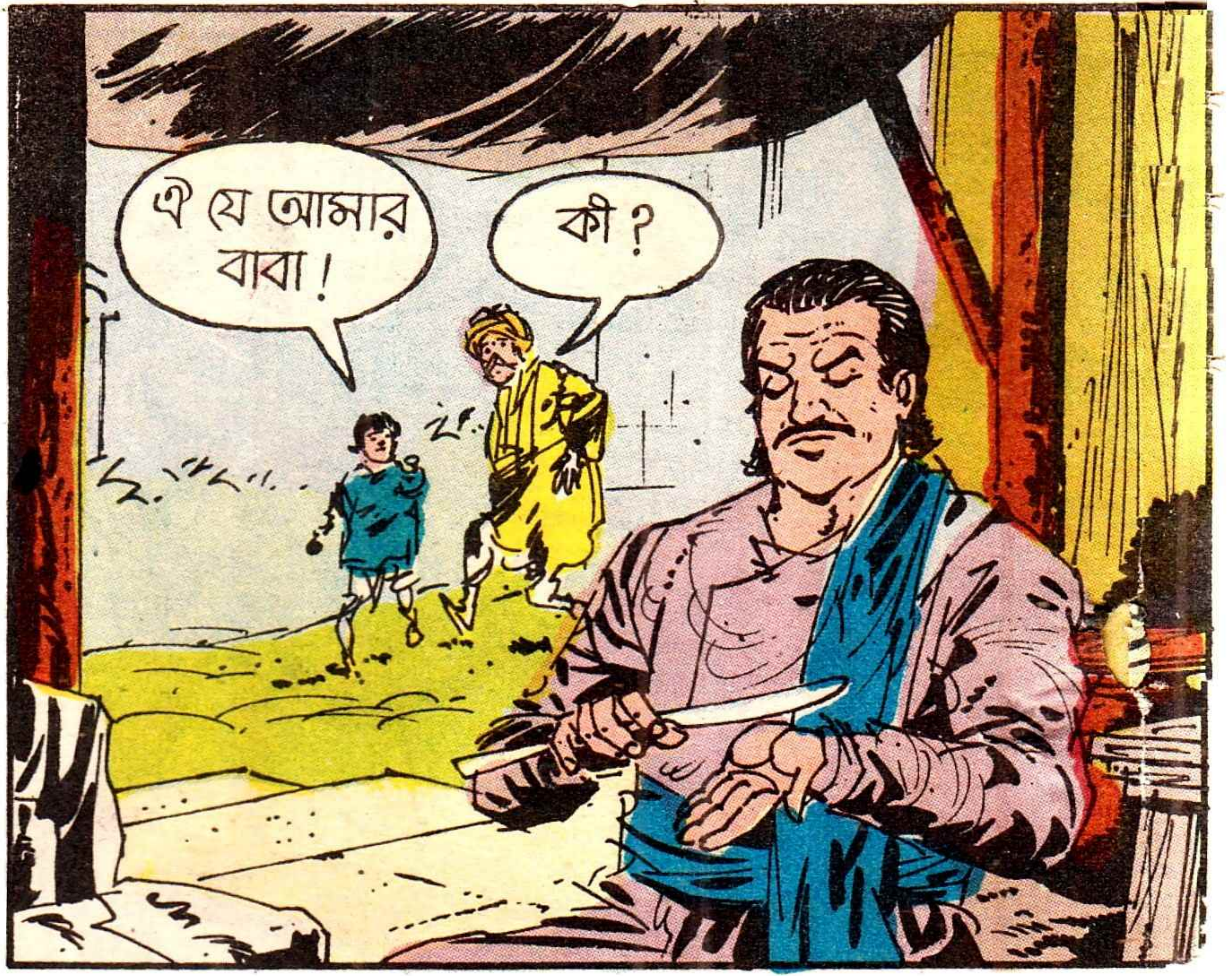
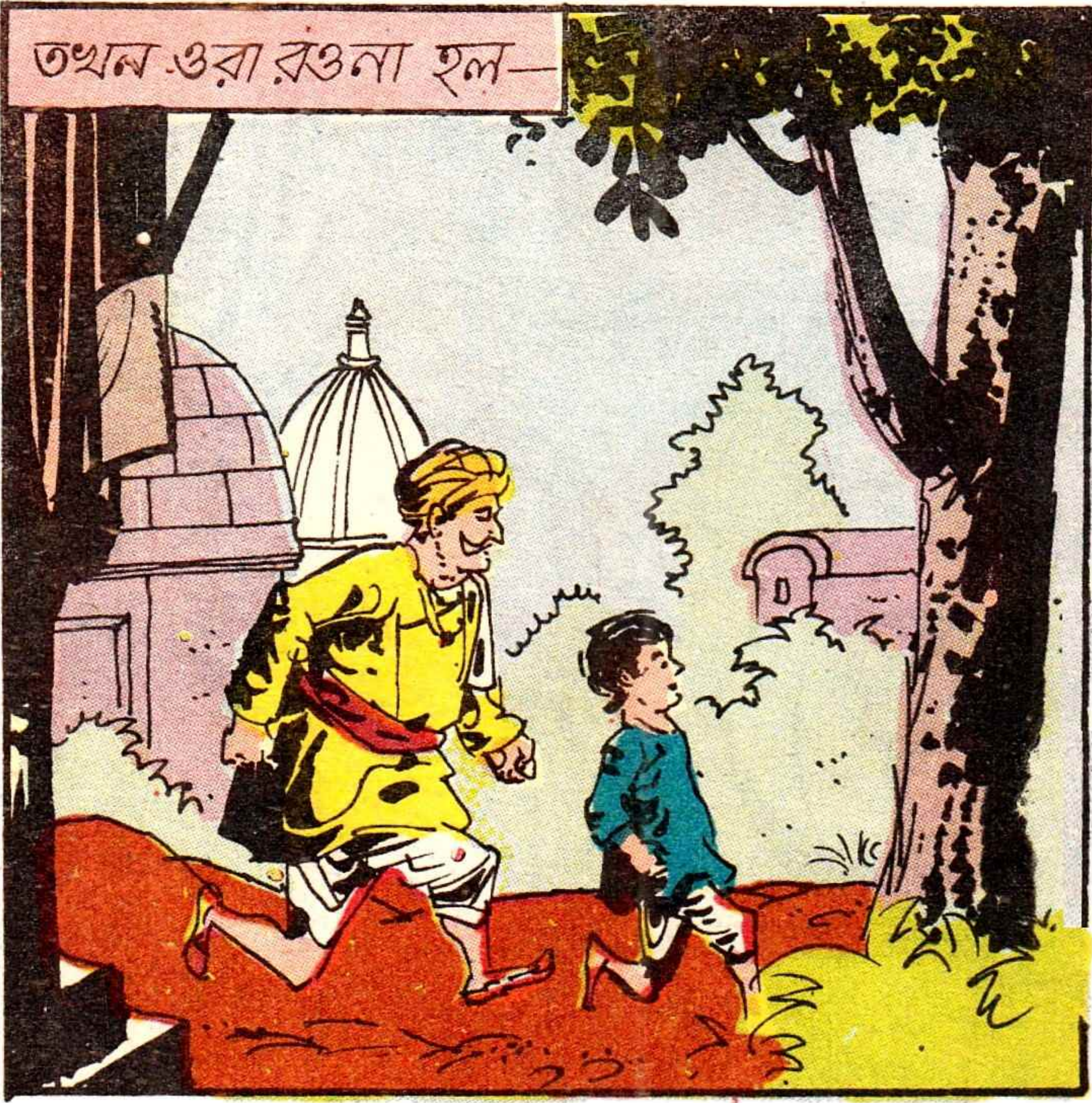
ইতিমধ্যে কাপড়ের দোকানে —

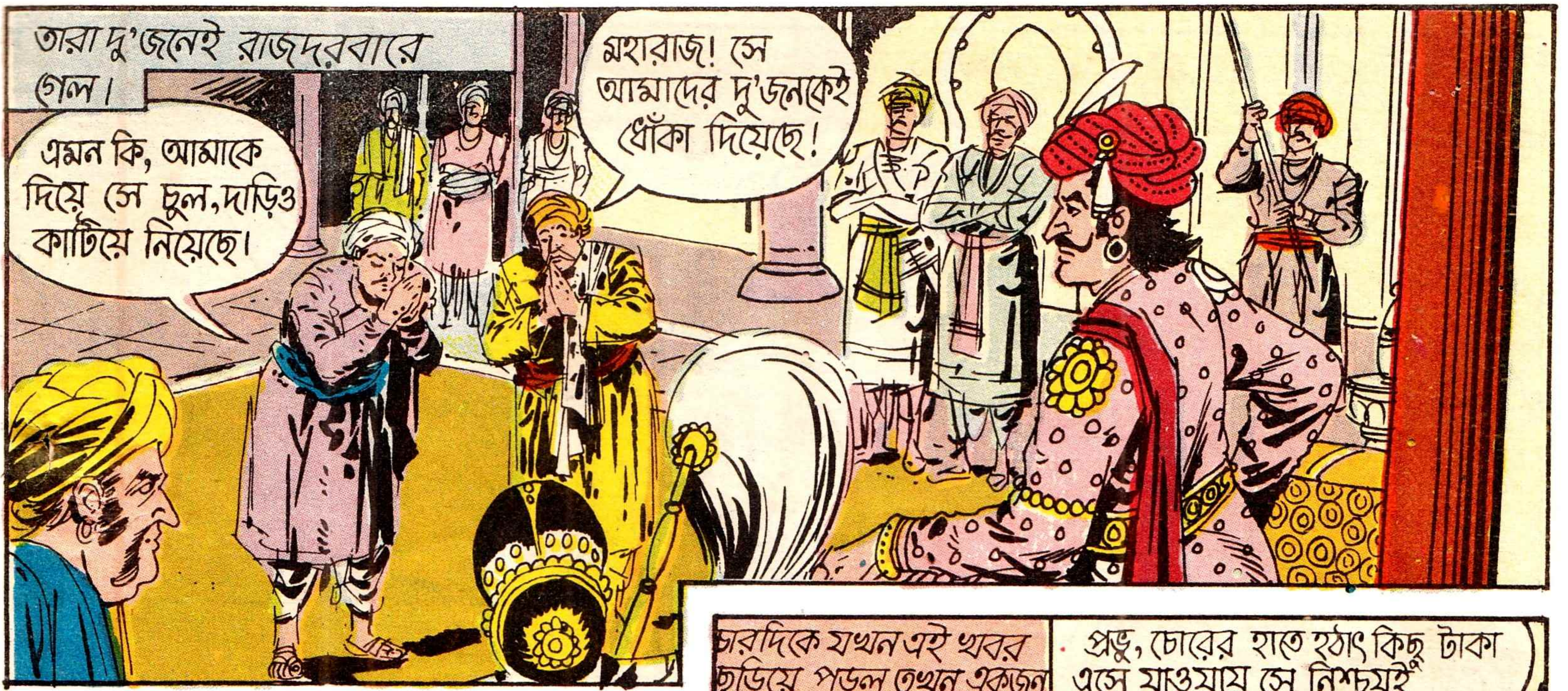
ভদ্রলোক তো এখনও ফিরলেন না। তিনি বোধহয় তাঁকার কথা একে বারে ভুলে গেছেন।



লক্ষ্মী ছেলে! আমাকে একটু তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো তো সোনা!

তখন ওরা রওনা হল—





তারা দু'জনেই রাজদরবারে
গেল।

এমন কি, আমাকে
দিয়ে সে ছুল, দাড়িও
কাটিয়ে নিয়েছে।

মহারাজ! সে
আমাদের দু'জনকেই
ধোঁকা দিয়েছে!



রাজদরবারে উপস্থিত এক অশু-
ব্যবসায়ী এগিয়ে এল —

মহারাজ! একজন চোরের
আজই হোক বা কালই হোক
ঘোড়ার দরকার পড়বে। এ
চোরও নিশ্চয় আমার কাছে
ঘোড়া কিনতে আসবে। আর
তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে নিয়ে
আসবো আপনার
কাছে!



চারদিকে যখন এই খবর
ছড়িয়ে পড়ল তখন একজন
নর্তকী এসে চোরকে ধরিয়ে
দেবার দায়িত্ব নিল।

প্রভু, চোরের হাতে হঠাৎ কিছু টাকা
এসে যাওয়ায় সে নিশ্চয়ই
আমার নাচ দেখতে আসবে।
সে যখন আসবে আমি
তাকে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে
আপনার কাছে নিয়ে
আসব।



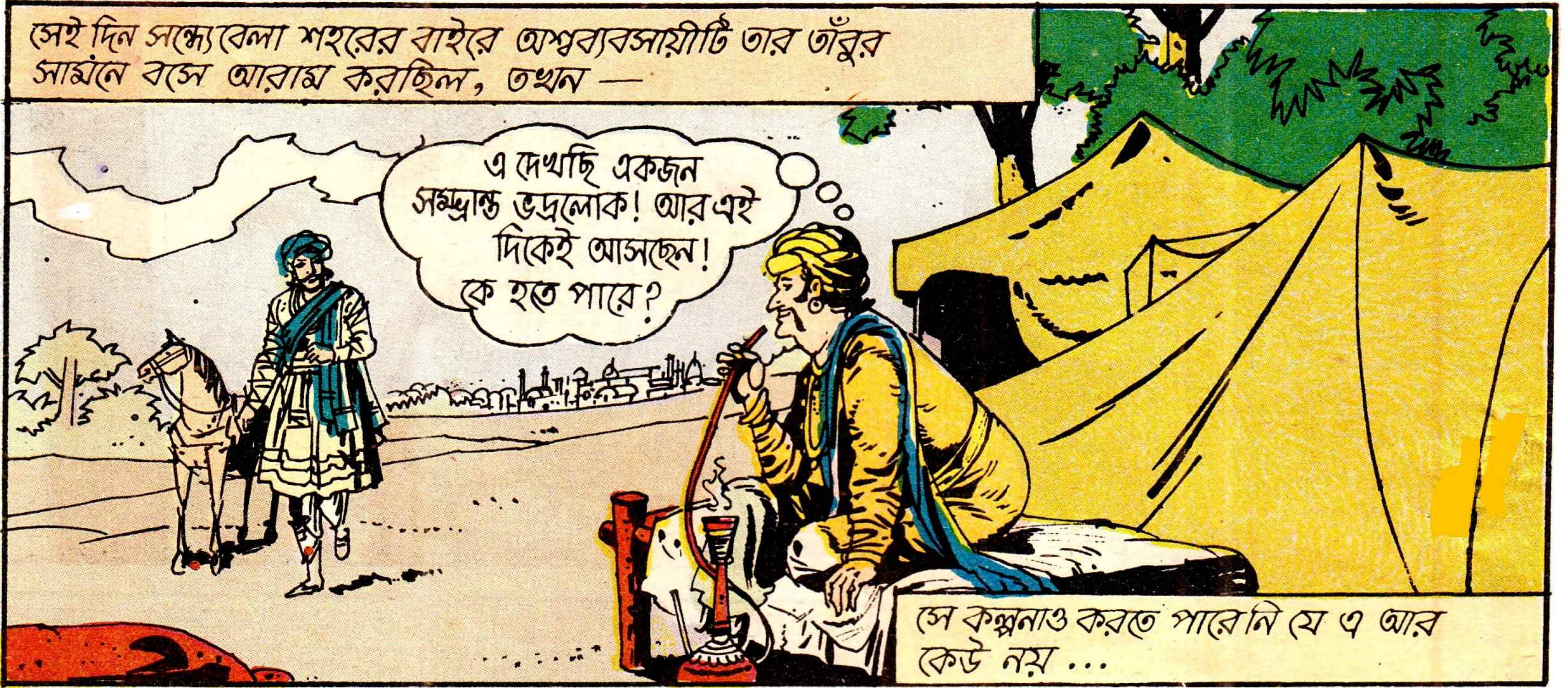
ওদিকে সহস্রমন্ডর মা শহর থেকে ফিরে
তাকে বহু খবর দিল।

... তুমি এখন থেকে
সাবধানে চলা ফেরা কোরো
বাচ্ছ! একজন অশুব্যবসায়ী
আর এক নর্তকী তোমাকে
বোকা বানাবার খন্দী
এঁটেছে।



তুমি চিন্তা কোর না মা। আমি
যখন তাদের উপর আমার
ক্ৰোধমত্তি ফলিয়ে আসব,
তখন ঐ হান্ধড়া
দু'জন আমার পথও
মোড়াবে না!

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা শহরের বাইরে অশ্রাব্যসায়ীটি তার তাঁবুর
সামনে বসে আরাধ্য করছিল, তখন —



এ দেখছি একজন
সম্ভ্রান্ত উদ্ভলোক! আর এই
দিকেই আসছেন!
কে হতে পারে?

সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এ আর
কেউ নয় ...

... স্বয়ং সহস্রমল্ল!



আপনি কে মহাশয়?
আপনি এখানে তাঁবুই
বা ফলেছেন
কেন?

আমি একজন
অশ্রাব্যসায়ী। এই
অঞ্চলে একেবারে
নবাগত।



আপনি আসুন, আমার
বাড়িতে এসে বাস করবেন।
আমি অত্যন্ত আনন্দিত
হবো।

না, না, ঠিক আছে
মহাশয়! আপনাকে
বিচলিত হতে হবে না!



উঁহু, আমি ছাড়ছি
না! আপনার মত
মানুষকে আমি এখানে
রাখিবাস করতে দিতে
পারি না।

ঠিক আছে। আমি
যাচ্ছি। আমার ঘোড়াগুলিকে
তাহলে সঙ্গে নিয়ে
নিই।

সহস্রমল্ল তখন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে করে সেই নর্তকীর বাড়ির দিকে
চলল —



বাঃ! দু'জন ধনী লোক এ দিকেই
আসছেন! মা লক্ষ্মীই বোধ-
হয় এদের পথ দেখিয়ে
নিয়ে আসছেন!

সহস্রমল্ল বা অশ্বব্যবসায়ী — কাউকেই সেই
নর্তকীটি এর আগে কখনও দেখেনি।



স্বাগতম! আমি
চিন্তা করতে পারছি না কত
পার এদের কাছ
থেকে!

সহস্রমল্ল তাড়াতাড়ি নর্তকীকে আড়ালে ডেকে বলল —



আমার বন্ধু তোমার নাচ দেখতে
চান। সে অত্যন্ত ধনী আর
দয়ালু। কিন্তু ...

উনি প্রথমে
হাত মুখ ধুয়ে
একটু বিশ্রাম নিতে
চান, এই তো? আমি
এখনই ব্যবস্থা করছি!

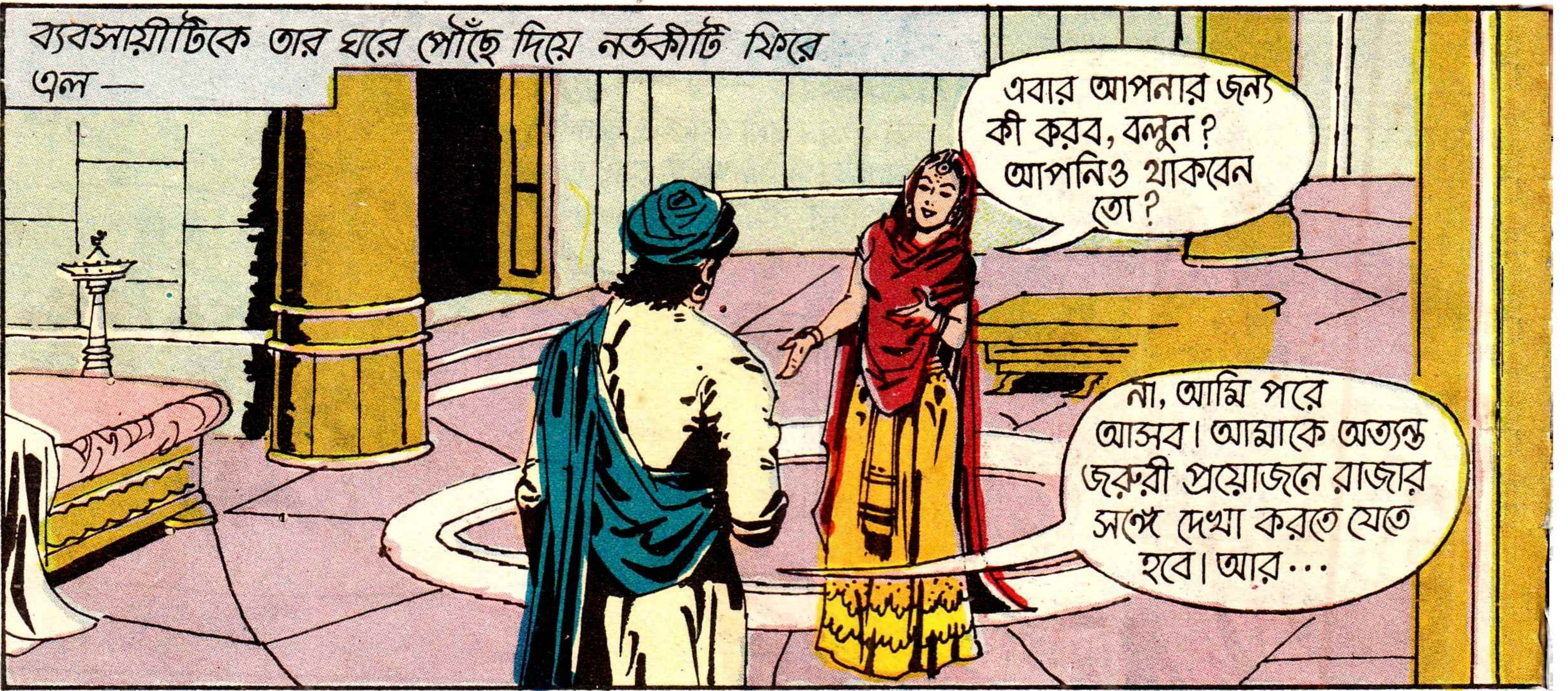


আমি তাকে সব-
চেয়ে আরামদায়ক
ঘরে থাকতে
দেব।



দয়া করে এই
দিকে আসুন!

ব্যবসায়ীটিকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে নর্তকীটি ফিরে
এল —



সহস্রমূল্য নর্তকীর গহনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে
মূল্যবানগুলি বেছে নিয়ে পরল।

এখন, যাবার আগে একবার
বন্ধুকে দেখে যাই, সে আরামে
আছে কিনা?

তিনি বেশ
আরামেই আছেন।
তুু দেখে আসুন!



সহস্রমূল্য যখন অশ্বব্যবসায়ীর ঘরে প্রবেশ করল
তখন ব্যবসায়ী তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা
খুঁজে পেল না।

মহাশয়, আপনি আমাকে
এমন চমৎকার ঘরে থাকতে
দিয়েছেন, আপনার মহানুভব-
তায় আমি সত্যিই
অভিভূত হয়ে
পড়েছি।

না, না, এ
কিছু না!



আমার অনুপস্থিতিতে
আমার কর্তা আপনার
দেখাশোনা করবেন।
আপনার কাছে আমার
একটা আর্জি আছে।

বলুন,
কী করতে
পারি।



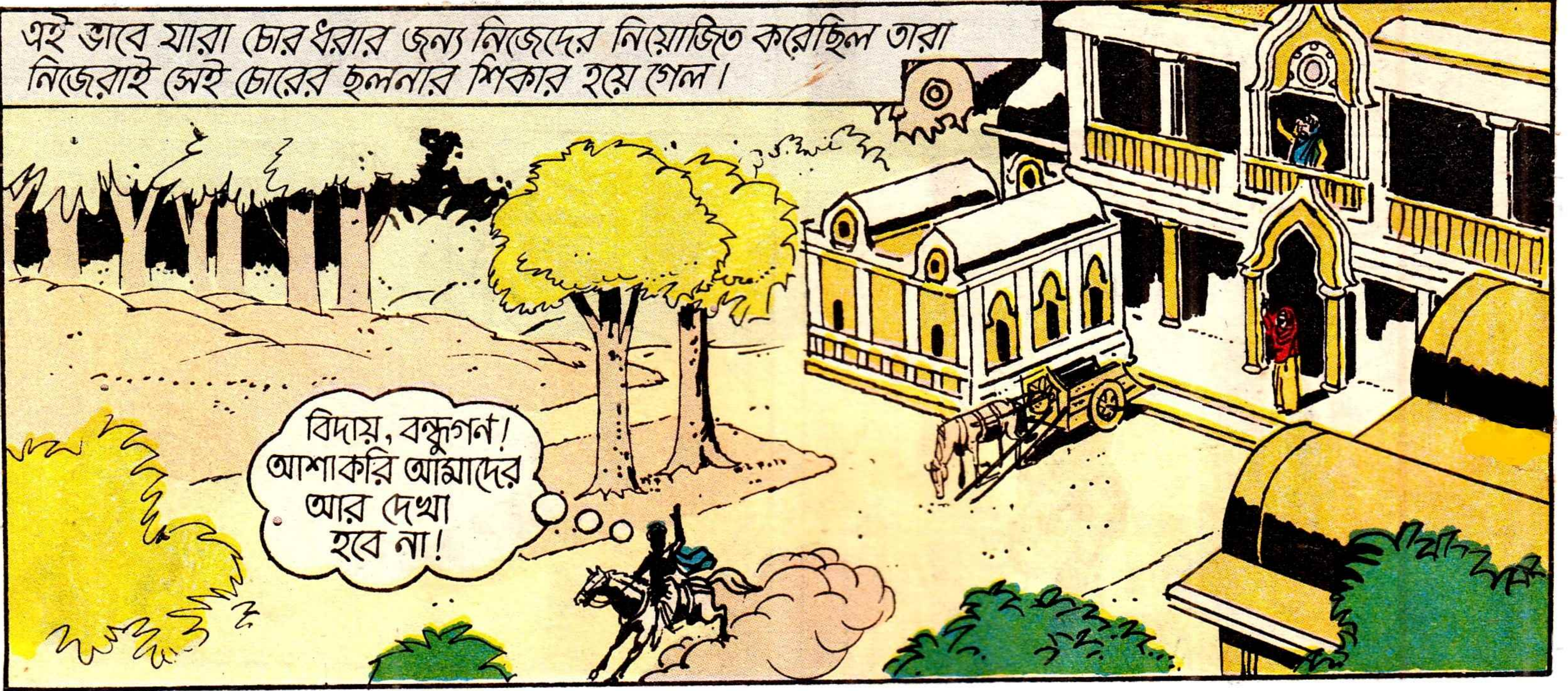
রাজ প্রাসাদে পৌঁছে
দেবার জন্যে আমাকে
একটা দ্রুতগামী ঘোড়া
দিত্ত হবে।

আমার ঘোড়াটা
নিয়ে যান। ওটাই
এদেশের সবচেঁহতে
দ্রুতগামী ঘোড়া!

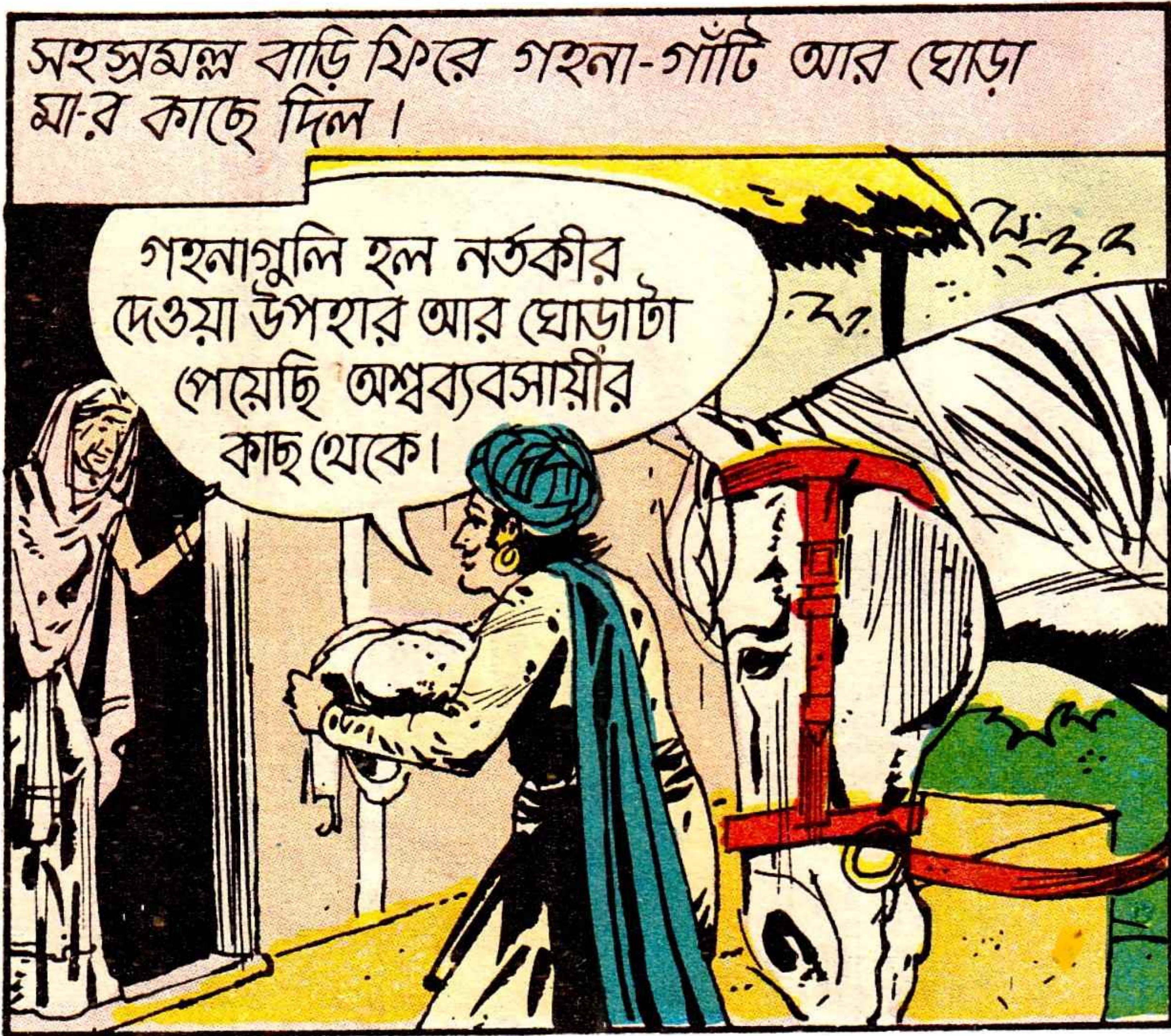
আপনি আমার জন্যে যা
করেছেন, তার কাছে এটা
একেবারে নগন্য।



এই ভাবে যারা চোর ধরার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তারা
নিজেরাই সেই চোরের ছলনার শিকার হয়ে গেল।



সহস্রমূল্য বাড়ি ফিরে গহনা-গাঁটি আর ঘোড়া
মার কাছে দিল।



সবই তোমার জন্য, মা!

আমি সত্যিই তোমার জন্য গর্বিত, পুত্র!

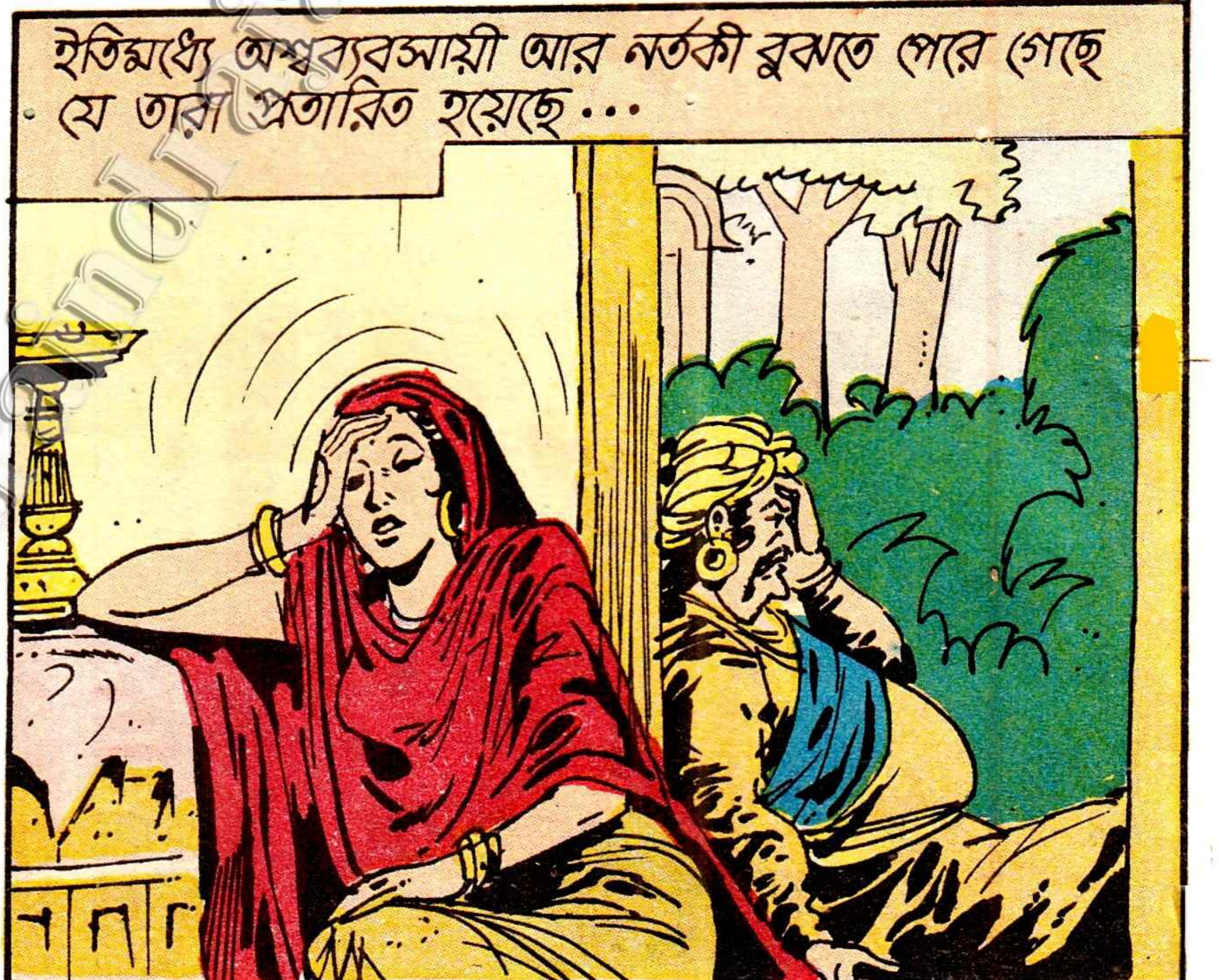


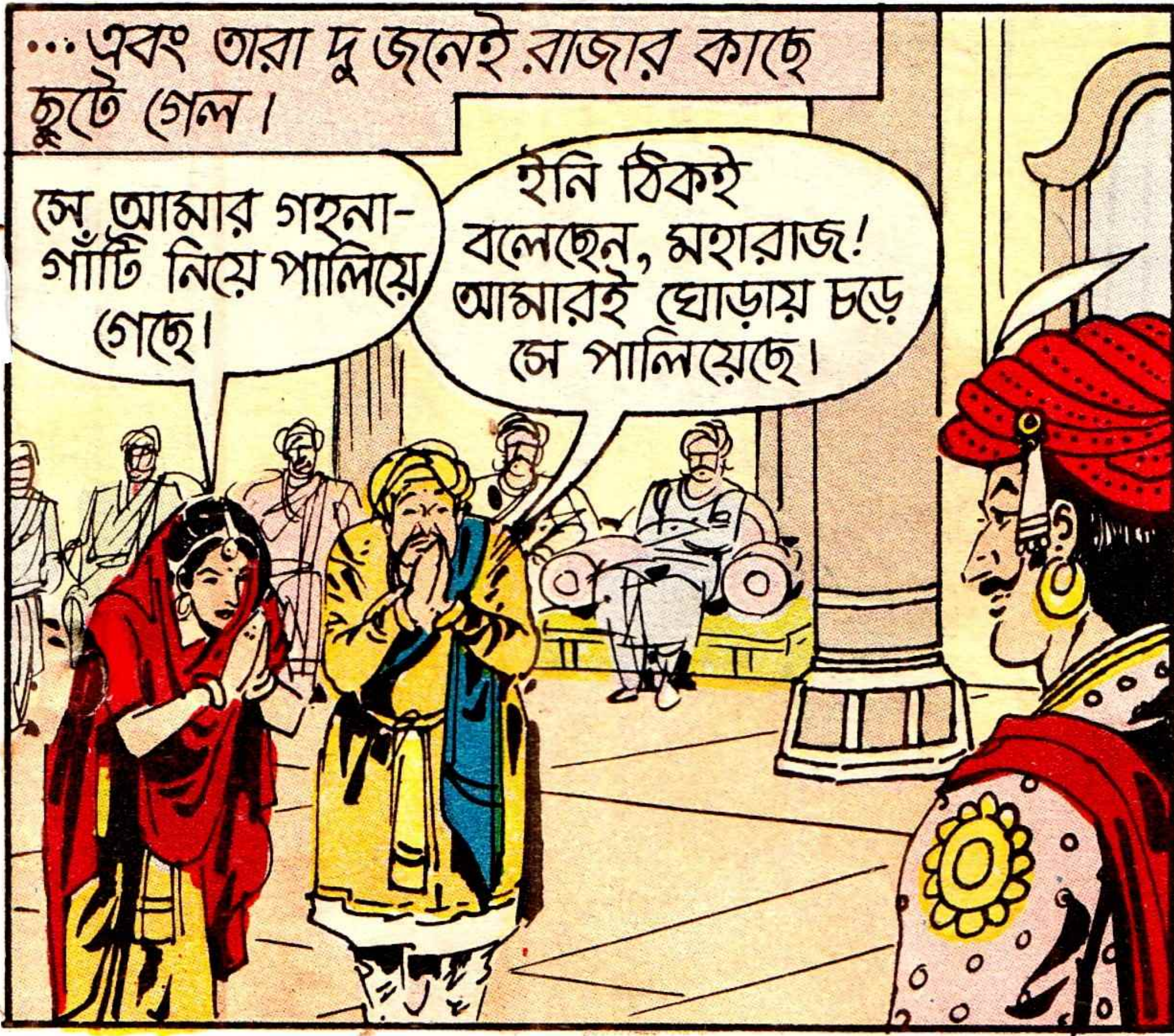
মা, কাল তুমি একবার অবশ্যই শহরে গিয়ে
জেনে আসবে, লোকেরা
কী বলাবলি করছে
এ সম্বন্ধে?

আমি
অবশ্যই
যাবো!



ইতিমধ্যে অশ্বব্যবসায়ী আর নর্তকী বুঝতে পারে গেছে
যে তারা প্রতারিত হয়েছে...





...এবং তারা দু জনেই রাজার কাছে চুটে গেল।

জে আমার গহনা-গাঁটি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ইনি ঠিকই বলেছেন, মহারাজ! আমারই ঘোড়ায় চড়ে জে পালিয়েছে।



রাজা মুখ্য-নগরপালকে ডেকে পাঠালেন —

এই চোরটি দেখছি ক্রমশ বেশী সাহসী আর বেপরোয়া হয়ে উঠছে!



আজি তোমাকে পাঁচ দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে তাকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করা চাই।



মহারাজ, আপনি দেখে নবেন, আমার হাত থেকে এবার আর ওর নিস্তার নেই!



আগের মতই সহস্রমুদ্রর কানে এ খবর পৌঁছে গেল।

খুব সাবধান, বাবা! নগরপাল যেন তোমাকে না ধরতে পারে।

তুমি কোনও চিন্তা কোরো না মা। আমি তাকে এমন বোকা বানাব যে, পরে আমার নাম শুনলে সে অঁতকে উঠবে।



সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চোর দু'জামনি এক ধনী শহরবাসীর ছদ্মবেশে শহরের এক জুয়ার আড়ায় গেল। সে জানত সেখানে মুখ্য-নগরপালের দেখা পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, ঐ তো সে! নগরপালমশাই বোধহয় আমারই খোঁজে এসেছে!



সহস্রহাল্ল ছিল অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড়। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে মুখ্য নগরপালের সমস্ত টাকা পয়সা জিতে নিলো।



আর হতভাগ্য নগরপালের আংটিটাও খোয়া গেল আর ঠিক তখনই—





চলি, আবার দেখা হবে।

আশা করি আর হবে না।

সংস্রমল্ল দ্রুত নগরপালের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন।

ডেডে! একটা দুঃসংবাদ আছে — আপনার স্বামীকে এইমাত্র বন্দী করা হয়েছে!

কী?



সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এখুনি রাজপেশাদারা হাজির হবে। তাই নগরপাল-মশাই আমাকে পাঠালেন মূল্যবান বিষয়-সম্পত্তি অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলবার জন্য। ওরা আসবার আগেই সরানো দরকার!

আ--আমি বিশ্বাস করি না!

হ্যাঁ, এই জন্যই হয়তো উনি এই আংটিটা দিয়ে দিয়েছেন, যাতে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

ওঁর আংটি! শীগগির ভেতরে আসুন।



আপনি দামী জিনিসপত্র কী ভাবে নিয়ে যাবেন?

একটা বড় বস্তায় সব পুরে দিন।



কিছুক্ষণ বাদে এক বিশাল বস্তা কাঁধে নিয়ে
চোর নগরপালের বাড়ি থেকে বের হলো।

এই সাহায্যের
জন্য আপনাকে
অজস্র ধন্যবাদ!

এ টুকু করতে
পেরে আমি
আনন্দিত, ভদ্রে!

সহস্রমূল্য বাড়ি ফিরে মা-র পায়ে কাছ বস্তাটা
নামিয়ে রাখলো।

মা, এ হলো মুখ্য নগর-
পালের কাছ থেকে পাওয়া
উপহার।

আমি ভীষণ
গর্বিত বোধ করছি।
কিন্তু বাবা, বেশী মুঁকি
নিত্তে যেও না!

শহরে, ইতিমধ্যে মুখ্যনগরপাল বাড়ি ফিরে
এসেছেন।

যাক বাবা! তুমি বাড়ি ফিরে
এসেছো। প্রিয়, তোমার জন্য
কি কেউ জামিন
দাঁড়িয়েছিল?

অ্যা?

তোমাকে বন্দী
করেছিল কেন?

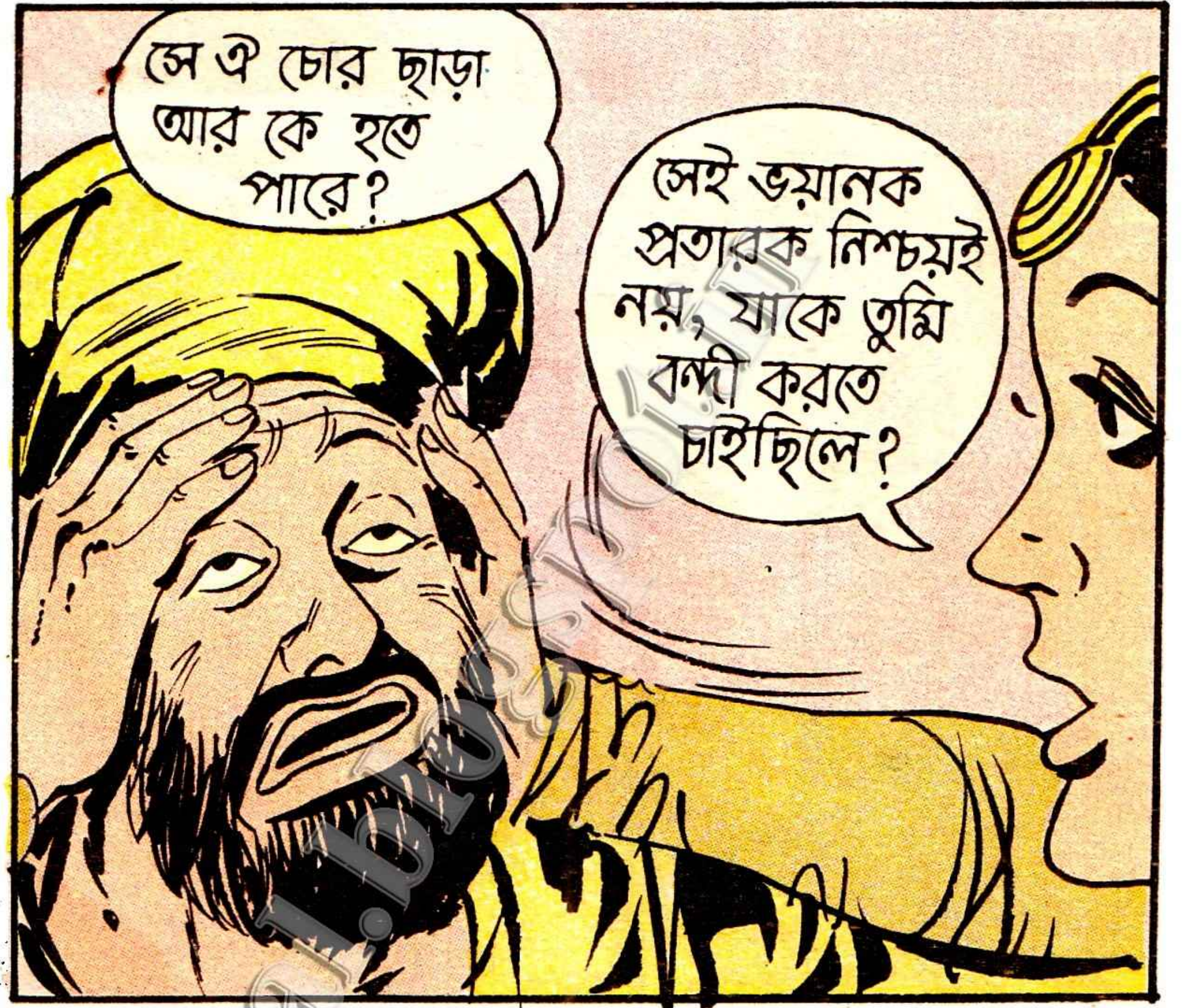
তুমি কি সব
আবোল-তাবোল
বকছো?

কেন, তোমার বন্ধু এসে
যে আমাদের সব দামী
দামী জিনিসপত্র নিয়ে
গেল!

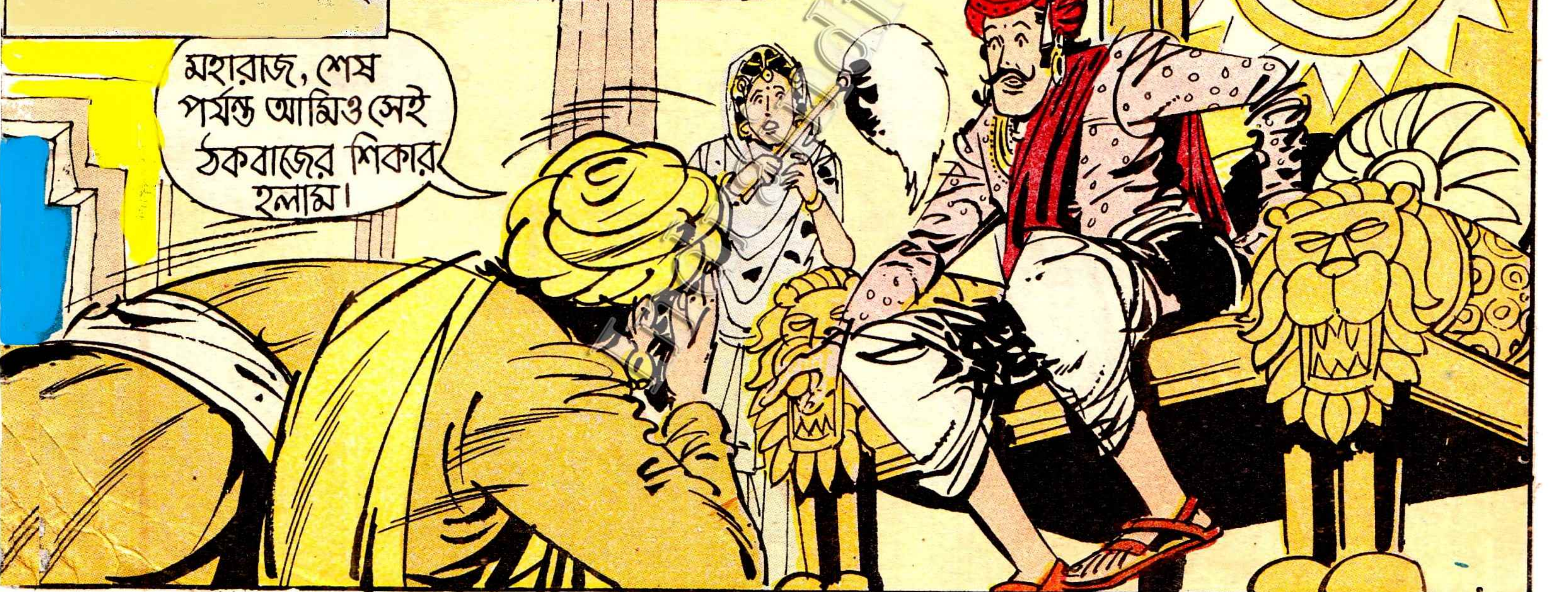
বন্ধু? দামী
দামী জিনিসপত্র?

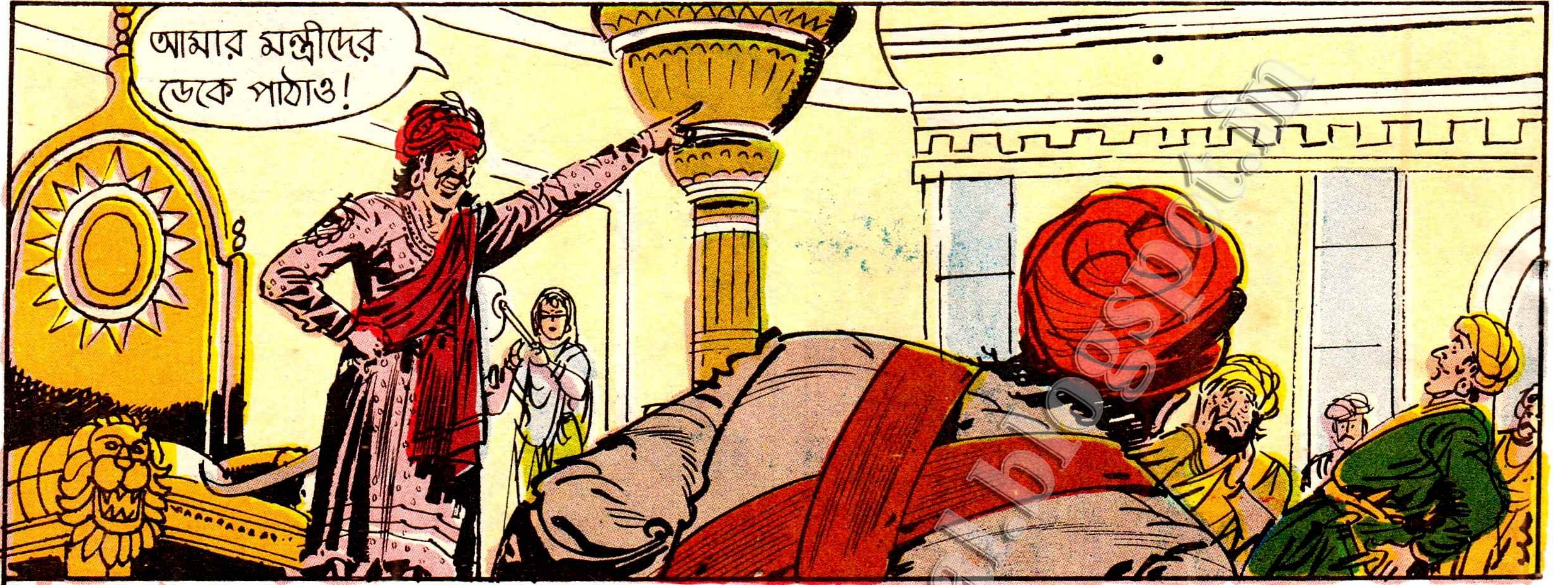
তুমি একটু খুলে
বলো তো দেখি, কী
বলতে চাইছো?

তার স্ত্রী যখন সব খুলে বললো, মুখ্যনগরপাল
একেবারে শোকে মুহূর্তমান হয়ে পড়লো। স্বেচ্ছাভে,
দুঃখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হলো না।

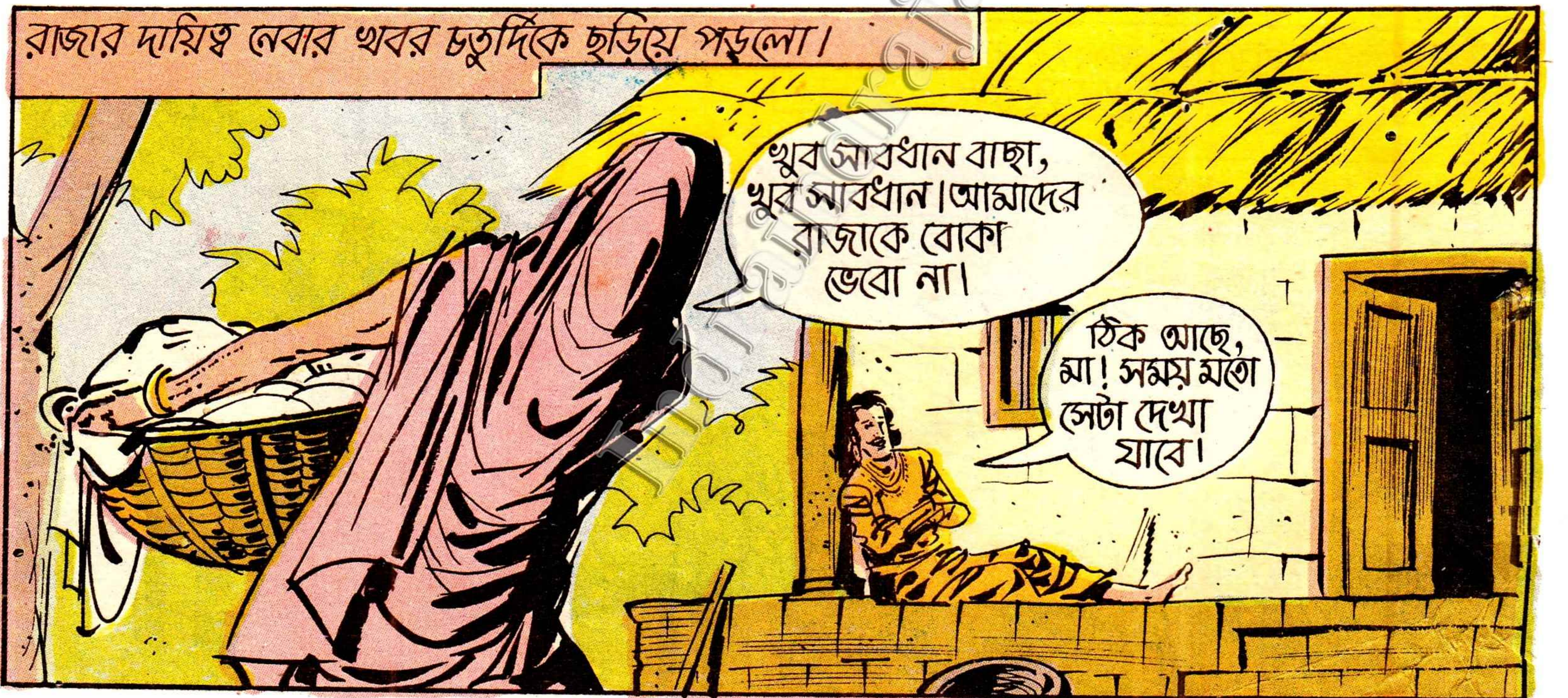


পারদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে অসহায় নগরপাল
সকালের রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।





রাজার দায়িত্ব নেবার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।



কিছুদিন বাদে চোর এসে হাজির হলো রাজপ্রাসাদের
ফটকের সামনে।

আমি একজন
ওস্তাদ মালিশওয়াল।
আমি রাজাধিরাজের
সেবা করতে চাই।



যাও,
ভেতরে যাও!



সহস্রমল্লকে যখন রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো—

তুমি ঠিক সময়েই এসেছো।
কয়েক দিন ধরে ঐ
বেয়াদব চোরটার খোঁজ
করতে হচ্ছে ঘোড়ায়
চড়ে চড়ে...



...রেজন্য আমার
সারা শরীরে ব্যথা
হয়ে গেছে।

মহারাজ! অনুগ্রহ
করে যদি এই
চৌকিটায় একটু
শুয়ে পড়েন...



...তাহলে আমি মালিশ করে
আপনার শরীরের ব্যথা
সারিয়ে দিই!

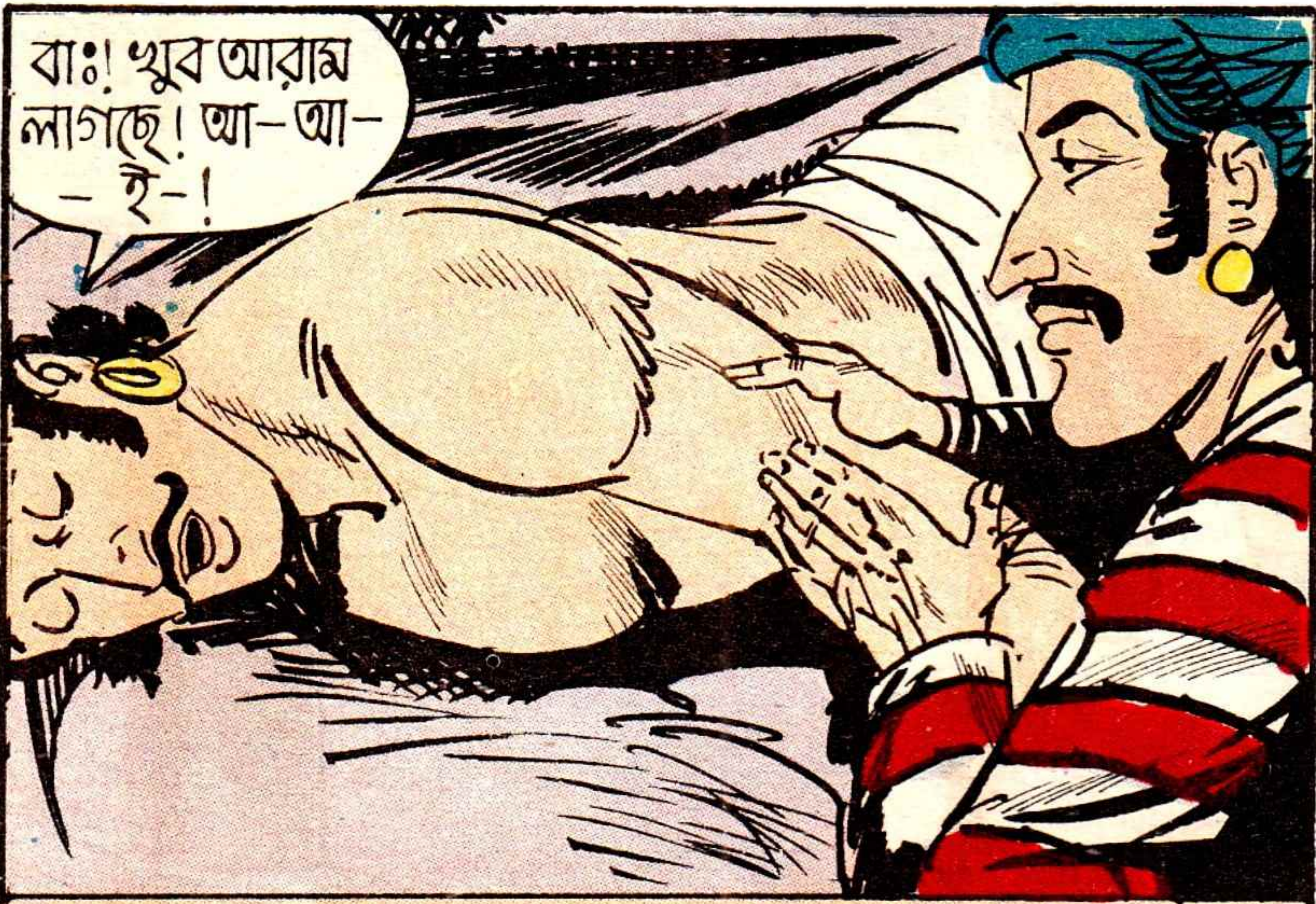




মহারাজ! চোখ
বুঁজুন। সারা শরীর
হালকা করে দিন...



... তারপর দেখুন
আমার হাতের
ডেলকি...!



বাঃ! খুব আরাম
লাগছে! আ-আ-
-ই-!



... এবং আস্তে আস্তে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

সহস্রমূল্য মালিশের কাজে সত্যিই খুব দক্ষ ছিল। তার
অভিজ্ঞ হাতে মালিশ করে সে খুব তাড়াতাড়ি রাজার
ক্লান্তি দূর করে দিল ...



মহারাজ! সুখ স্বপ্নে
বিভোর হোন - আমি
এখন পালাবো।



আমার মা-র
জন্য এই সামান্য
অলঙ্কারগুলি নিয়ে গেলে
আমি জানি আপনি
আমাকে ঋণী
করবেন!

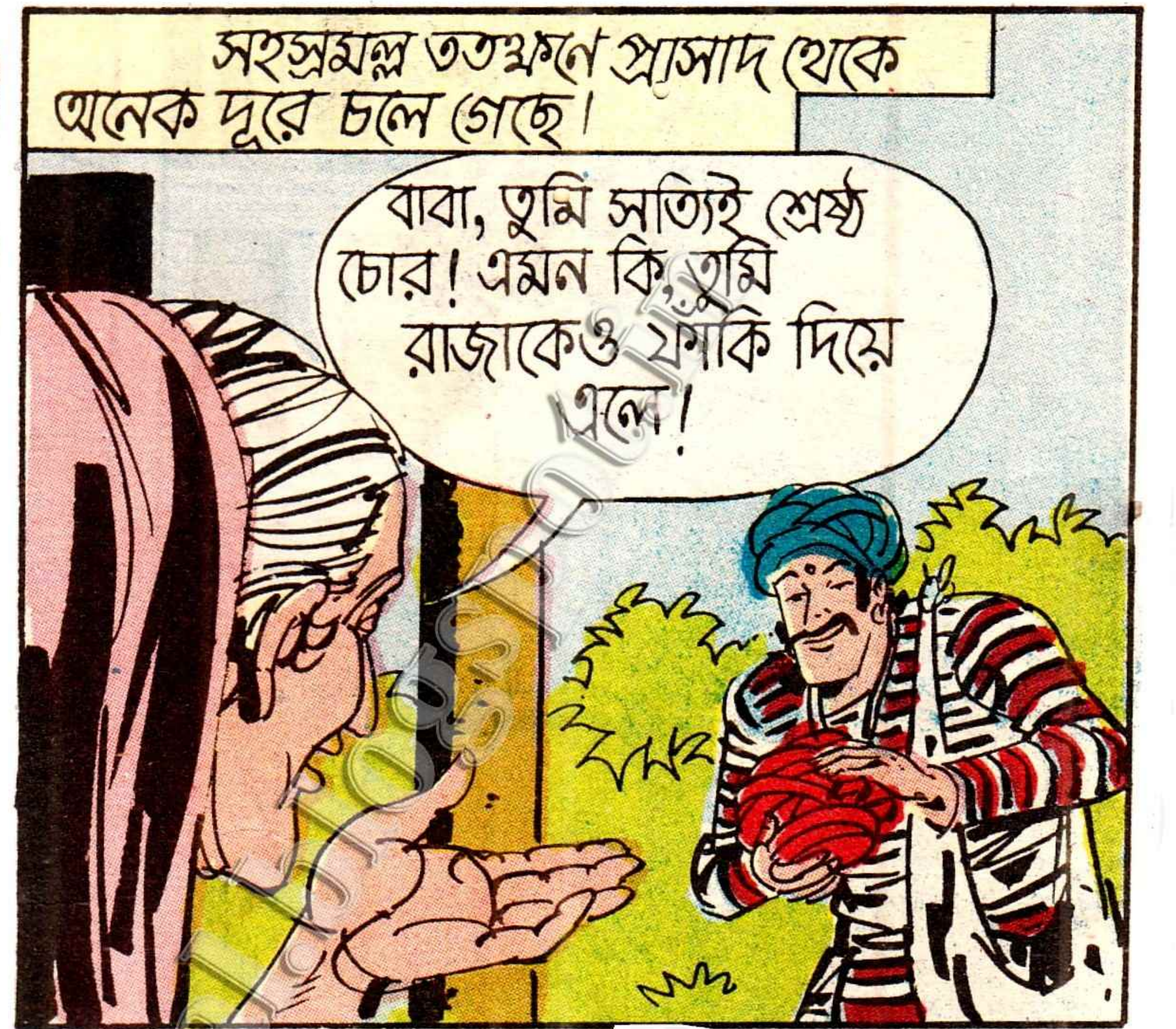
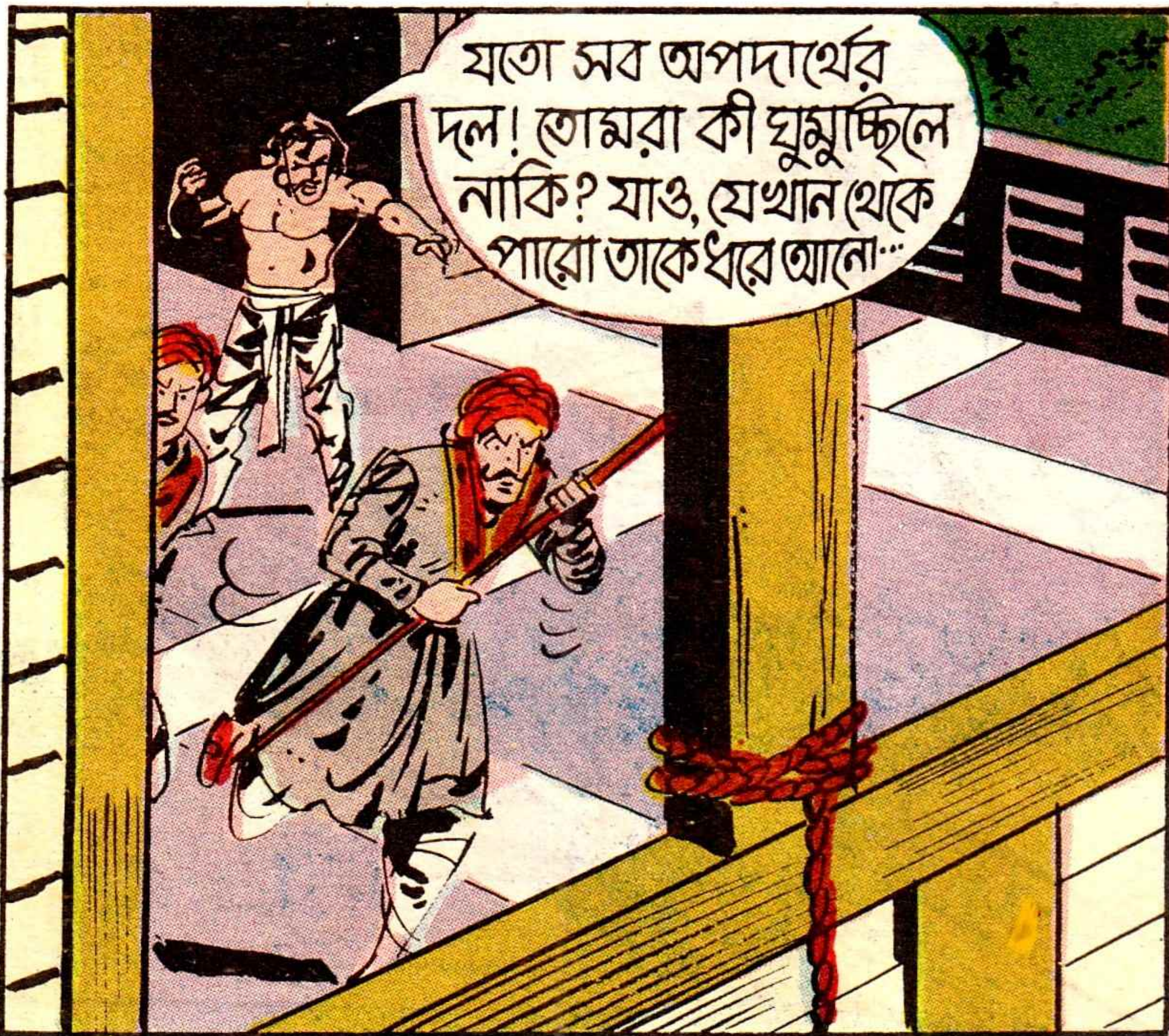
সে রাজমুকুট ও অলঙ্কার-
গুলি রাজপোশাকে বেঁধে
নিঃসাদে জানালা থেকে
দড়ি বেয়ে নিচে নেমে
গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা জেগে উঠলেন।

বাঃ বেশ
তরতাজা লাগছে!

মালিশওয়ালার হাত
সত্যিই জাদু...
... আরে!

আম্রার মুকুট কই?
আম্রার অলঙ্কার?
রাজপোশাক!



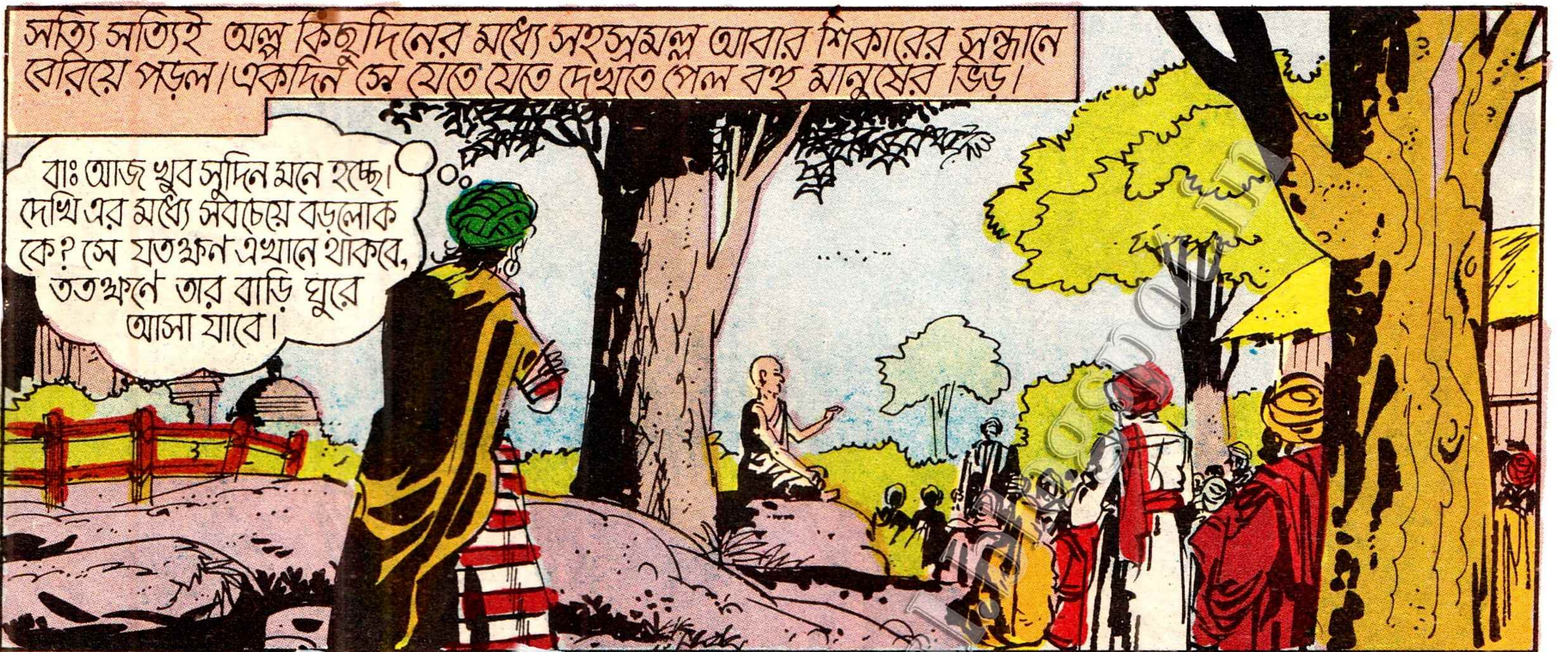


আমি যে এ পথের শেষে এসে পৌঁছেছি!

ওকে খুব মন মরা লাগছে।



যাকগে, আমি আমার ছেলেকে চিনি - কালই ঠিক হয়ে যের কাজে লেগে যাবে।



সত্যি সত্যিই অল্প কিছুদিনের মধ্যে সহস্রসংখ্যক আবার শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। একদিন সে যেতে যেতে দেখতে গেল বহু মানুষের ভিড়।

বাঃ আজ খুব সুদিন মনে হচ্ছে। দেখি এর মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক কে? সে যতক্ষণ এখানে থাকবে, ততক্ষণে তার বাড়ি ঘুরে আসা যাবে।



কাছাকাছি গিয়ে সে লক্ষ্য করলো একজন অনন্যাসী জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন।

আহা! কী মধুর কণ্ঠস্বর! কী মনমগ্ন কথাবার্তা!

ধার্মিক সন্ন্যাসী বসুদেব কথাবার্তায় সম্মোহিত
সহস্রমুগ্ধ আপন-ভোলা হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে
পড়ল। মোহাবিশ্লেষের মতো তাঁর উপদেশ
শুনতে লাগলো।

... ভাইসব, আমাদের
প্রত্যেকের খেয়াল রাখতে হবে
যাতে আমাদের আচরণে
আমাদের প্রতিবেশীরা কখনও
দুঃখ না পায়...

... জীবনে আনন্দ-
স্মৃতি করার অধিকার তোমার
যেমন আছে, অন্যদেরও
তোমার আছে। একথা সব
সময় চিন্তা করবে।

কেউ যদি তোমার জিনিস চুরি
করে, তোমার মনে দুঃখ
হয় কী না?

হ্যাঁ, অবশ্যই হয়!

সেই রকম নিজের কথা
ভেবে কখনও অন্যের জিনিস
চুরি করো না!



সহস্রমল্ল এর আগে কখনও নিজের কৃতকর্মের কথা
চিন্তা করেনি, সন্ন্যাসীর বাণী তার মনে গভীর ভাবে
প্রবেশ করল। মনে মনে সে অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

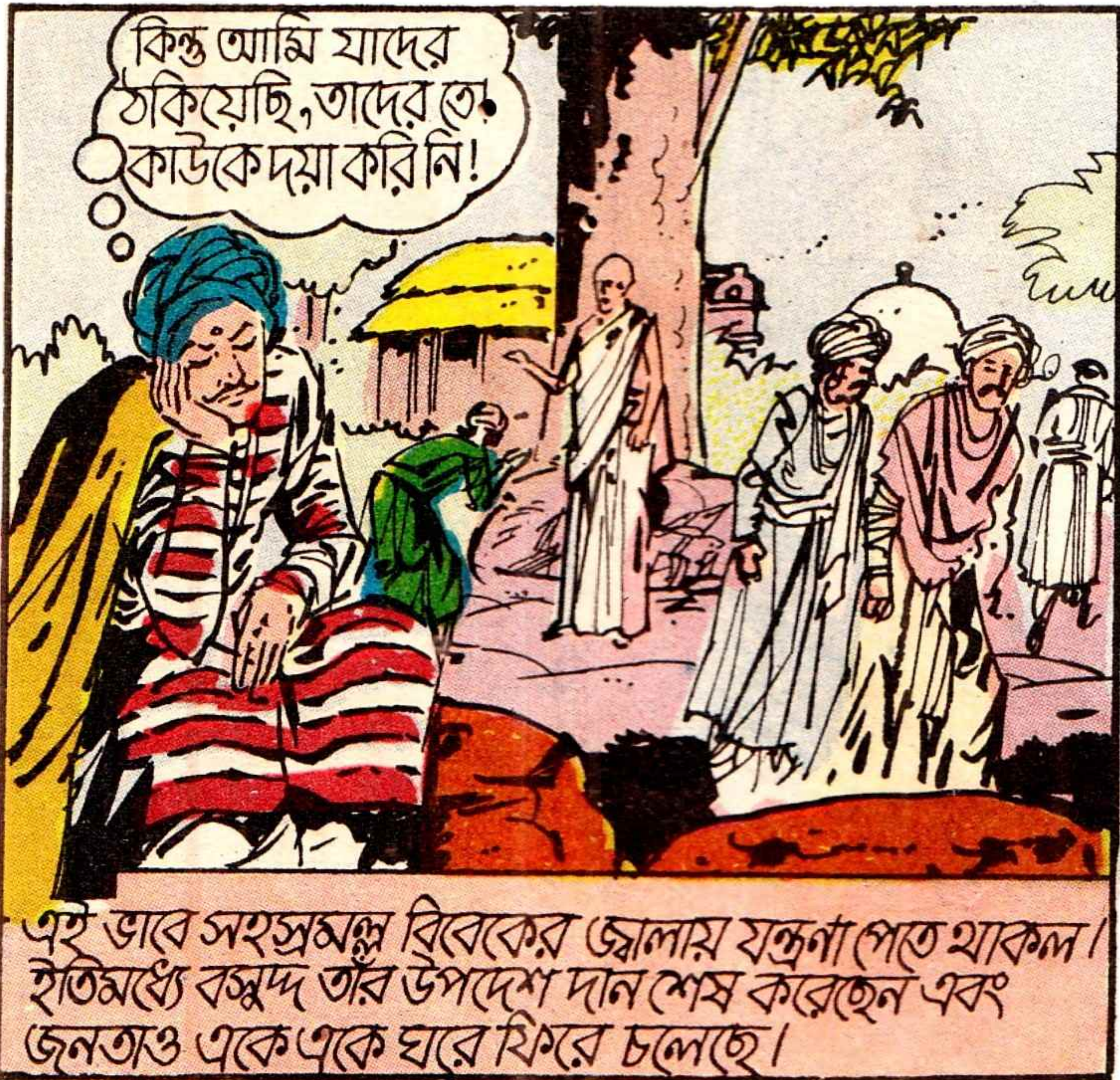




তারা তো আমারই মতো মানুষ...আমারই মতো অনুভূতি...আমাকে তারা বিশ্বাস করেছিল... আমি তাদের বিশ্বাসের মূলে চিড় ধরিয়েছি!

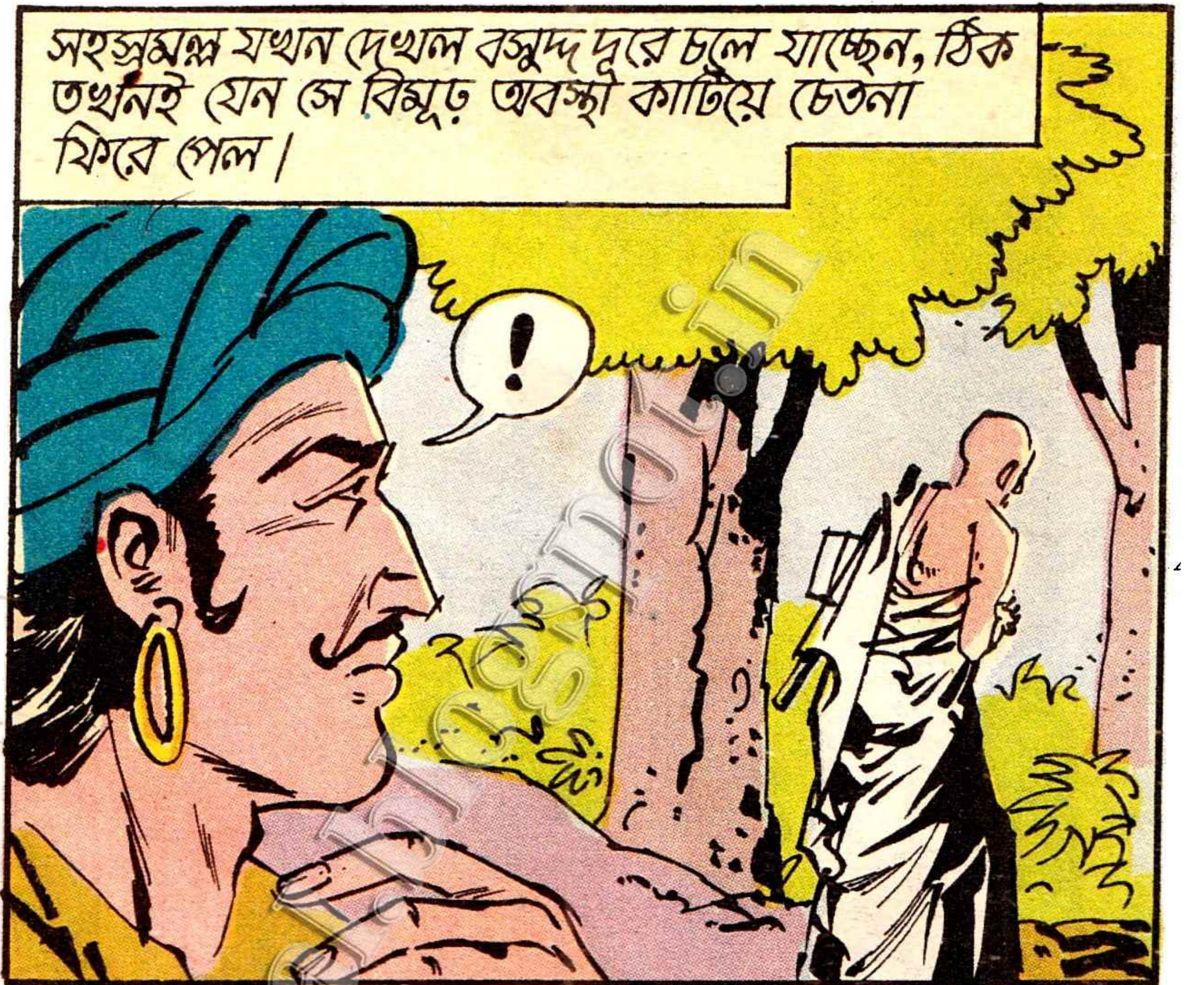


সেই জহুরীর দোকানের যুবকটি তো আমাকে ধরেই ফেলেছিল, কিন্তু আমাকে দয়া করেছিল।



কিন্তু আমি যাদের ঠকিয়েছি, তাদের তো কাউকে দয়া করিনি!

এই ভাবে সহস্রমুগ্ধ বিবেকের জ্বালায় যন্ত্রণা পেতে থাকল। ইতিমধ্যে বঙ্গুদ তার উপদেশ দান শেষ করেছেন এবং জেনগাও একে একে ঘরে ফিরে চলেছে।



সহস্রমুগ্ধ যখন দেখল বঙ্গুদ দূরে চলে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই যেন সে বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে চেতনা ফিরে পেল।



সে দ্রুত সন্ন্যাসীর পিছনে ছুটল

প্রভু!
প্রভু!



আমাকে বাঁচান!
আমাকে পথ দেখান
প্রভু!

ওঠো বৎস!
উঠে দাঁড়াও।

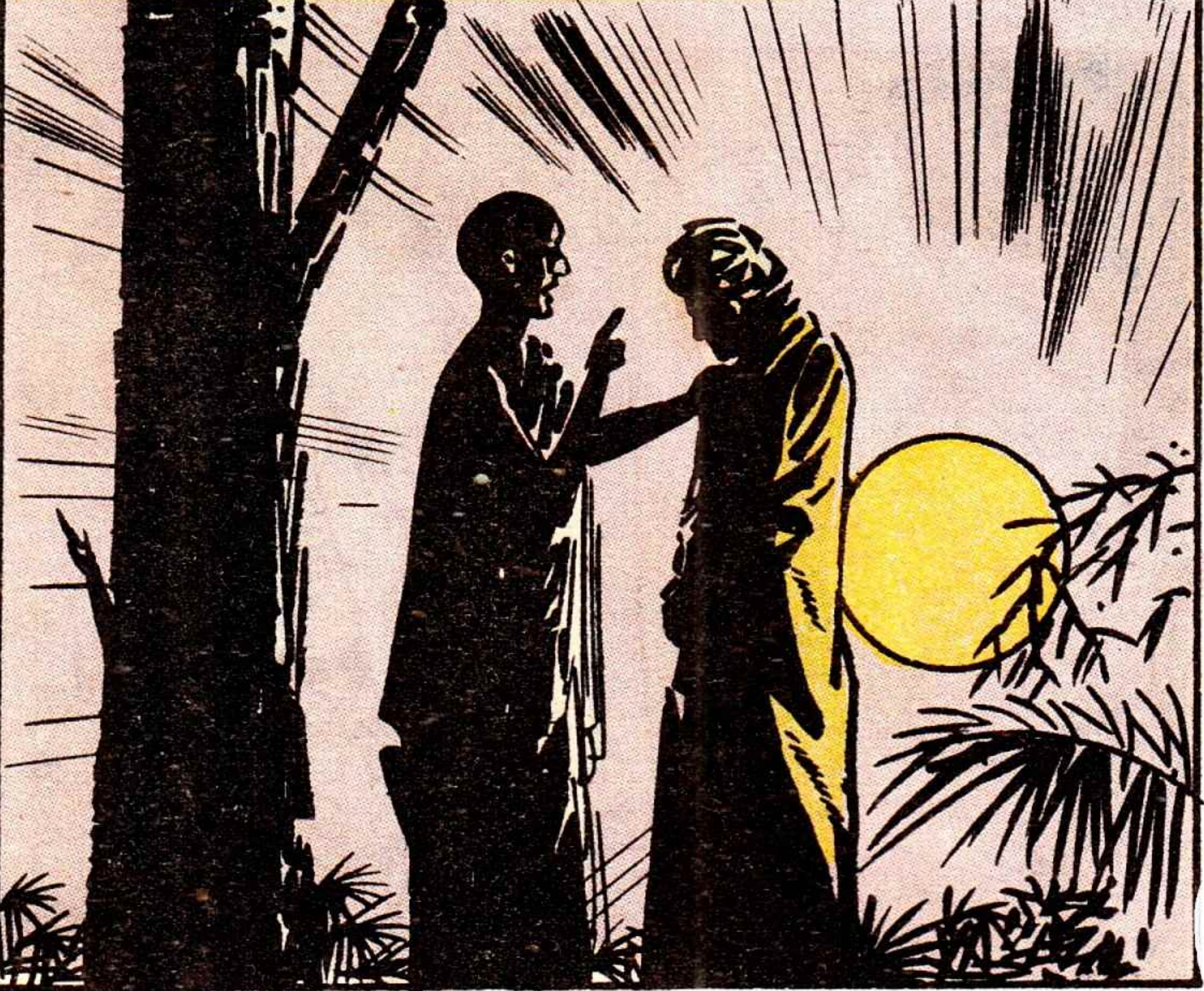
সন্ন্যাসীর কাছে সহস্রমূল্য নিজের লজ্জার কাহিনী
অকপটে খুলে বললো—

প্রভু, আপনার উপদেশ
আমার মন গলিয়ে দিয়েছে—
কিন্তু তাতে কী আমার
অতীতের সব পাপ ধুয়ে-
মুছে যাবে?

বৎস, তোমার ভিতরে যদি
সত্যিই অনুশোচনা এসে
থাকে, তবে আমি
যা উপদেশ দেবো তা
পালন করতে হবে...



সেই দিন সন্ন্যাসীর প্রণয়মান অঙ্ককারে পুন্যাত্মা সন্ন্যাসী
দীপ্শমা দিলেন এক ঘোরতর পাপীকে।



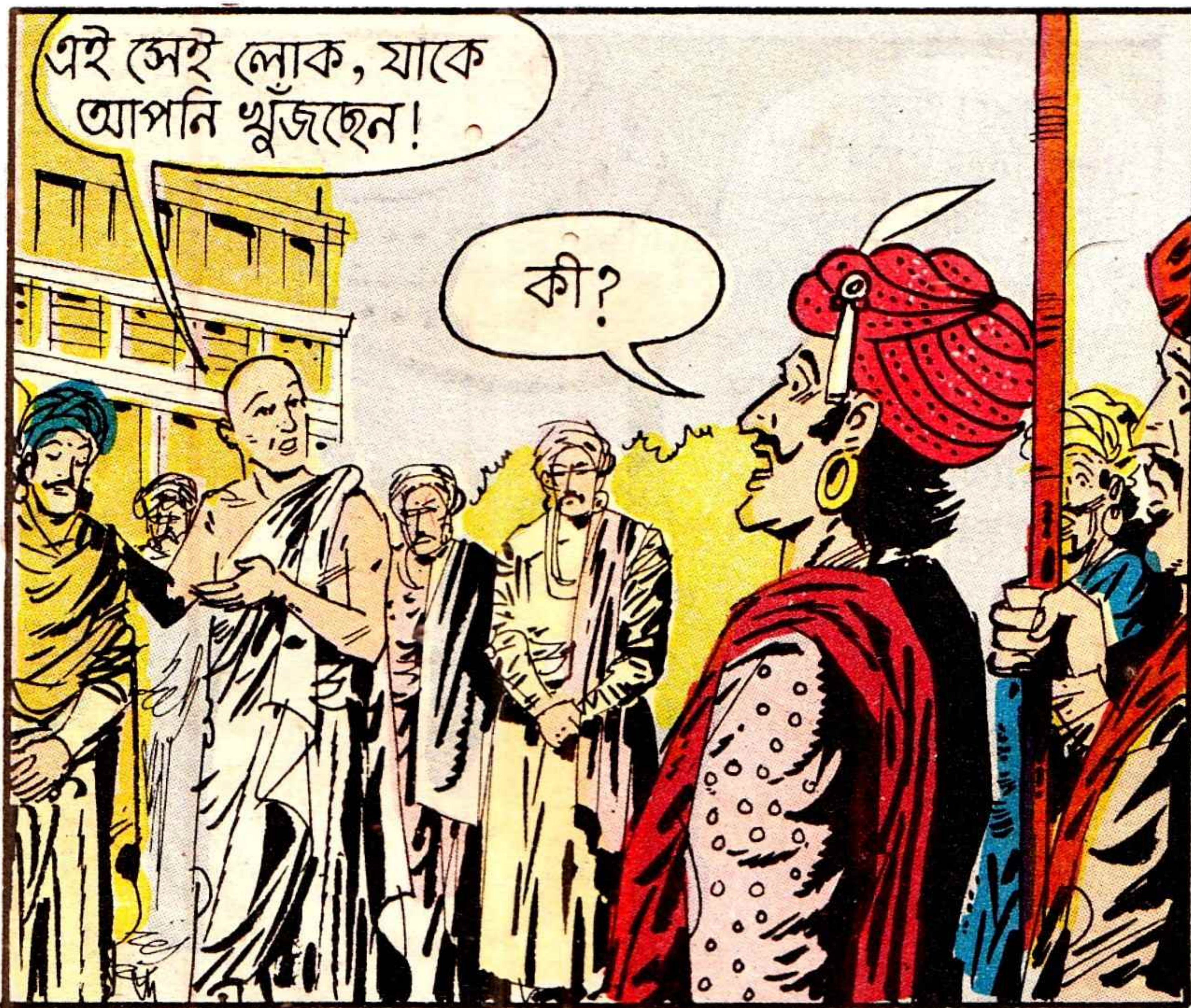
পরের দিনও আবার বসুদ
মন্দিরের সামনে বসে উপদেশ
দান করছিলেন। এদিন আরও
বেশী মানুষের ভিড় এবং
ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং রাজাও
উপস্থিত ছিলেন।



উপদেশদান হওয়ার পর—

হে মহাত্মা, বসুদ! আপনি
এ রাজ্যের জেনীশ্রেষ্ঠ
মহাপুরুষ।





সহস্রমল্ল রাজার পায়ে নৃত্যিয়ে পড়লো।



মহারাজ, আপনি
যে শাস্তিই আমাকে
দেবেন তাই আমি মাথা
পেতে নেবো।

আমি যে সব জিনিস ছুরি
করেছিলাম, আমি আর আমার
মা সেই সমস্ত জিনিসই
আসল মালিকদের ফিরিয়ে
দেবার জন্য নিয়ে
এসেছি।



বেশ...

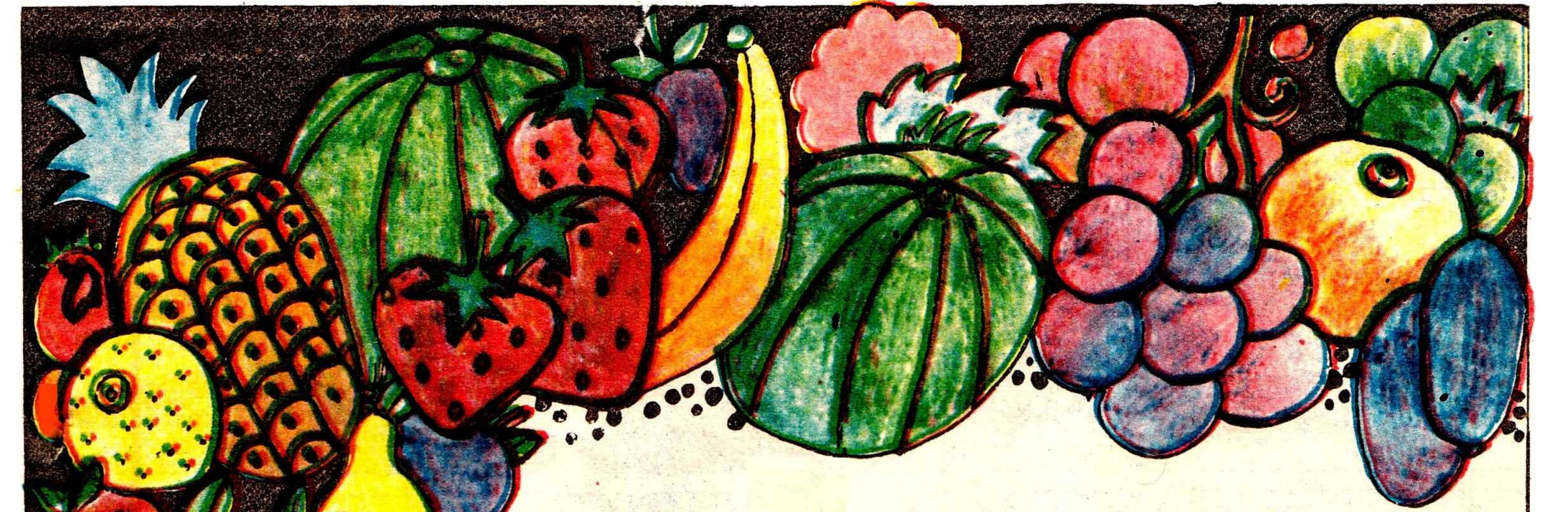
... বেশ! তুমি
যখন নিজে এসে ধরা
দিয়েছো আর নিজের
কুকর্মেব জন্য অনুতপ্ত
হয়েছো এবং
মহাত্মা বসুদ যখন
তোমাকে ক্ষমা
করেছেন...



... সহস্রমল্ল, আমিও তোমাকে ক্ষমা
করলাম এবং এই প্রার্থনা করি, নতুন
জীবনে যেন তুমি শান্তি পাও।

আপনার দয়া,
মহারাজ!

এর পর থেকে সহস্রমল্ল ও
তার মা ধর্মকর্মে মন দিয়ে
সৎ জীবন যাপন করতে
লাগলো।



*It's always a treat
Whatever flavour you eat*

All your favourite fruits come together in Kissan Mixed Fruit Jam to make one great flavour. Think of different ways to eat it in. Spread it on a crunchy cracker. Roll it up in a chappati. Drink it stirred in milk. Kissan's fruity goodness makes almost everything more delicious.

Nine great flavours to choose from

Mixed Fruit, pineapple, strawberry, raspberry, mango, apple, apricot, Goldenmist orange marmalade and guava jelly.



Kissan

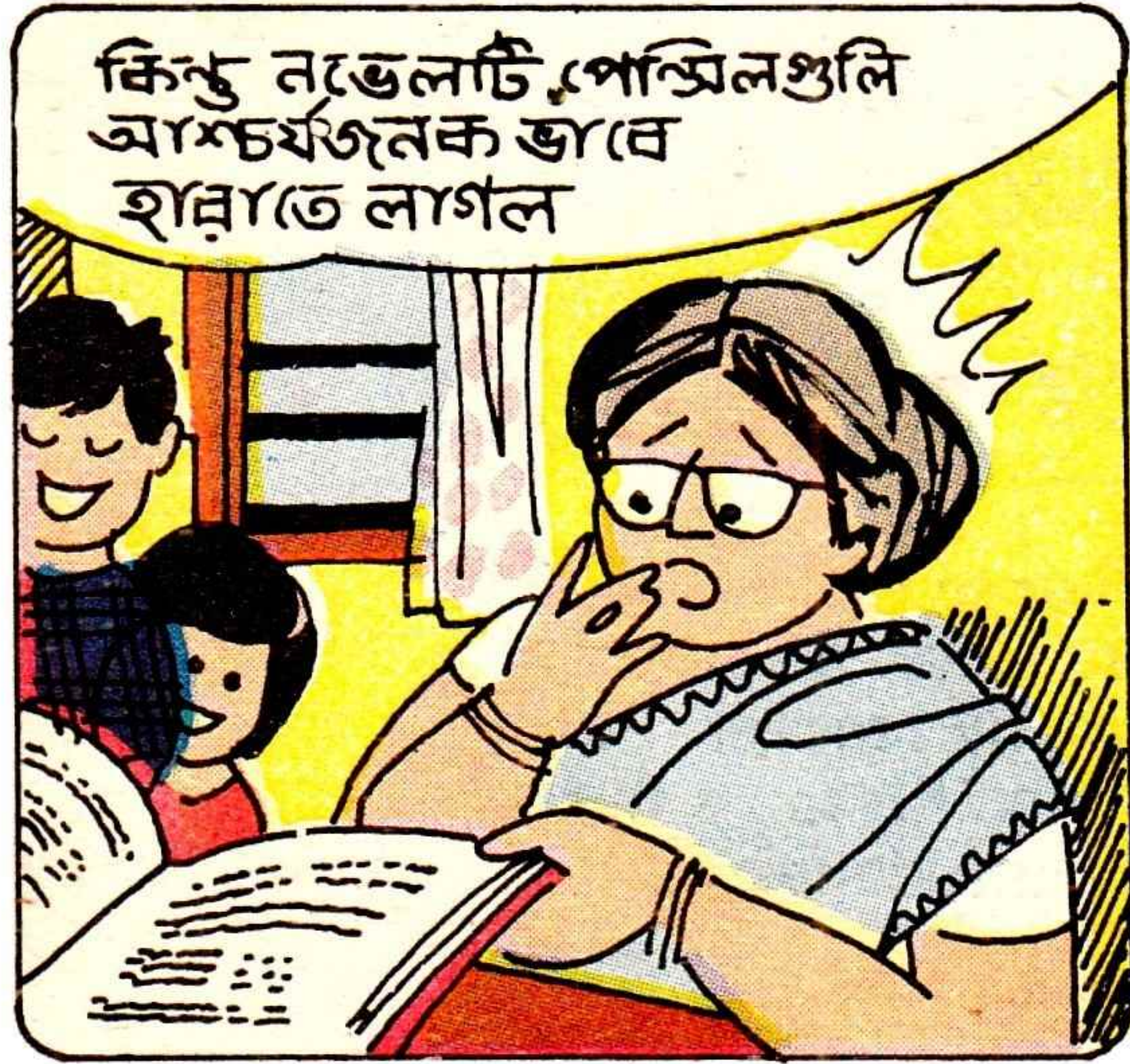
**A LITTLE
SWEETNESS GOES
A LONG WAY**





একজন বৃদ্ধা জুতোর আকারের
বাগায় থাকতেন...
তার অনেক গুলি ছেলেমেয়ে ছিল ও
গৃহস্থালি হিসেবে নিকেশও
রাখতে হত!

তিনি বিচক্ষণতার সাথে
হিসেব লিখতেন...



কিন্তু নভেলটি পেন্সিলগুলি
আশ্চর্যজনক ভাবে
হারাতে লাগল

তিনি জানাচে
খুজলেন আর জানাচে
অবাক হলেন কোথায়
পেন্সিল যেতে পারে?

জানপনু তার মেয়েকে
নভেলটি পেন্সিল দিয়ে
হটাত লিখতে দেখে
ধম্মে ফেলেন



"আচ্ছা... জুপিই চুরি করেছ
ও... হে!"

অসম্ভব চিৎকার করে সবাই ঠিকুর দিল
আর আশ্চর্য
আর আশ্চর্য
তিনি এত অবাক হয়ে
জিন্মে ছিঁকিত যে কেবল
বিস্ময় করতে
শািলেন কেব
তার ও আশ্চর্য নভেলটি
পেন্সিলগুলি
নিরোছ?



লায়ন "নভেলটি" পেন্সিলস
* স্বচ্ছ লেখা * মজবুত শীস
পয়েন্ট লাগে না
* রঙ বেরঙ্গের

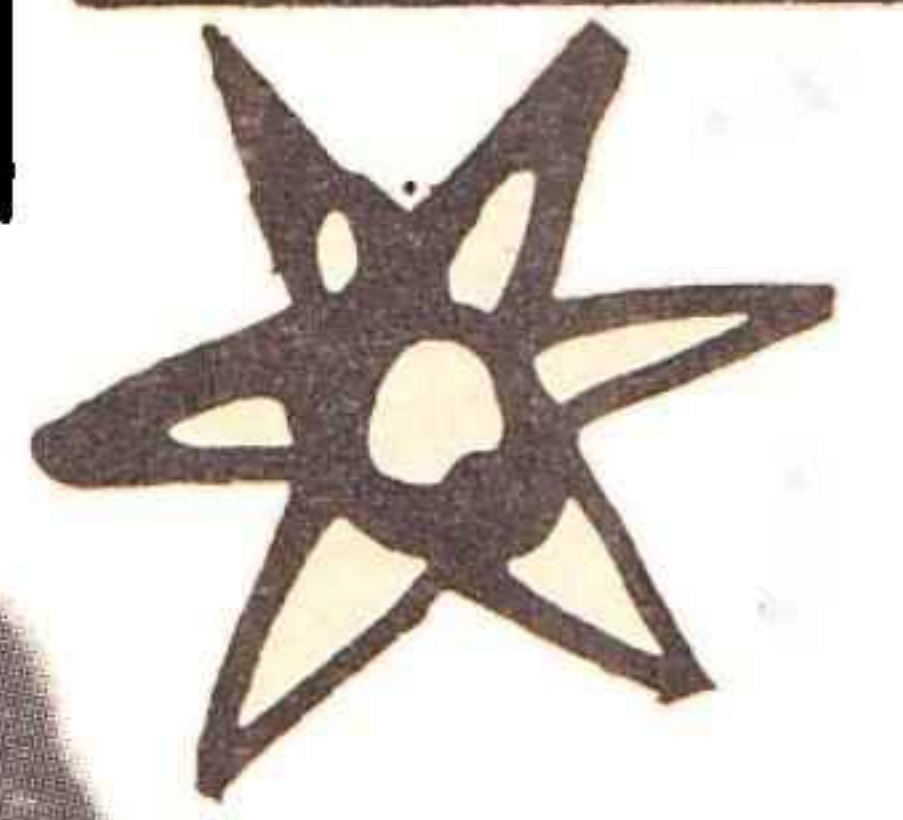
লায়ন পেন্সিলস
প্রাইভেট লি.
মার্কেটিং ডিভিসন,
'পারিজাত',
৯৫, নেতাজী স্মরণ রোড,
বোম্বাই-৪০০০০২

আপনি তোমাদের আলাদা পেন্সিল দিয়েছি
একটা নতুন পেন্সিল দিয়েছি কেন আমার
নভেলটি পেন্সিল চুরি করেছ ও মেজাজটা
বিগড়ে দিয়েছ?

"কেননা
নভেলটি পেন্সিল-
গুলি
আমাদের
চেয়ে
ভাল"



তোমাদের মনের মতো রঙীন বই অমর চিত্রকথা



প্রকাশিত তালিকা

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাদী
ভীষ্ম
গীতা
লক্ষ্মার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• পুরাণ

• জীবনী

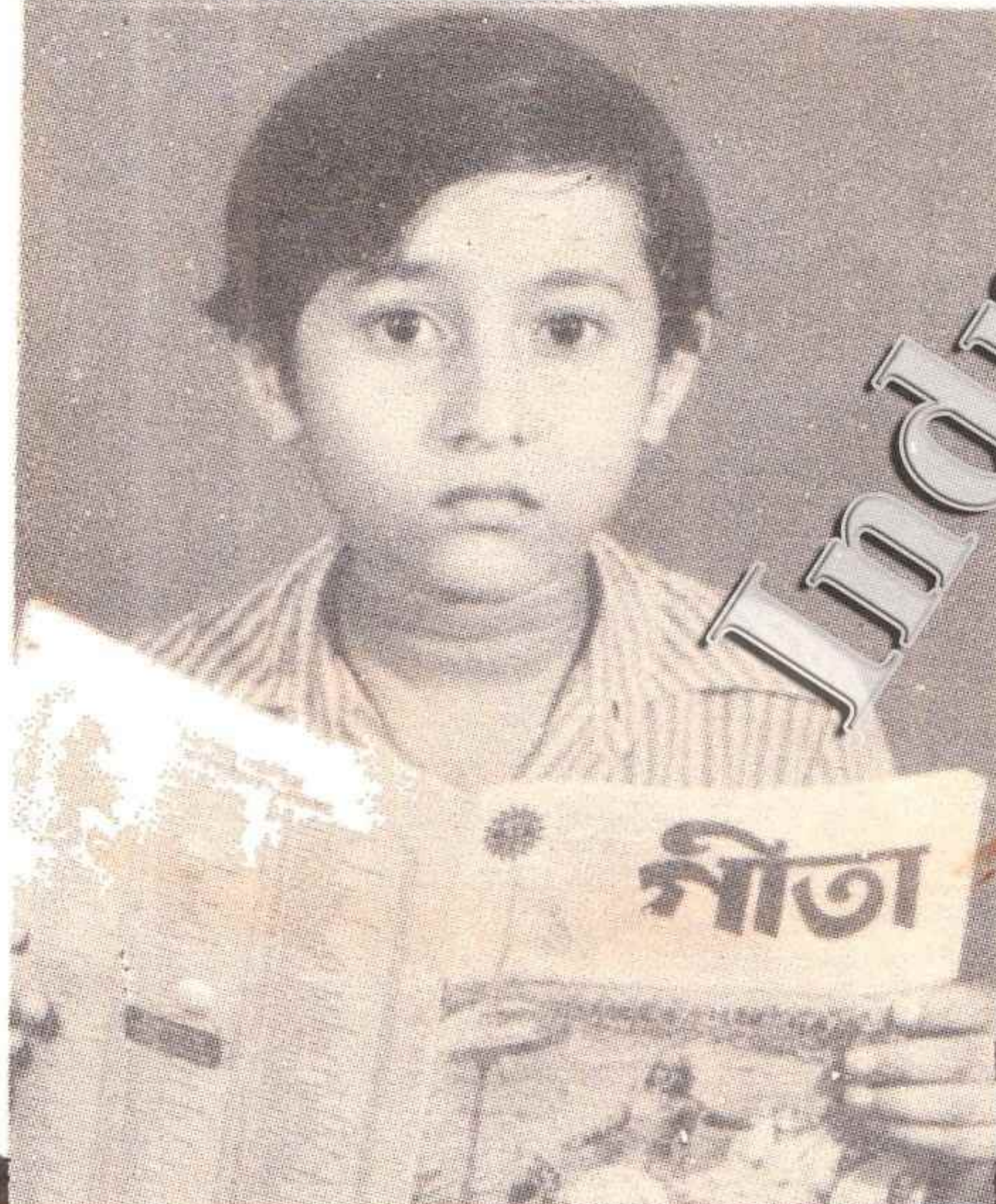
• ইতিহাস

• কিংবদন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
• সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
বাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
• তানাজী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অম্বলিকালা
বাঘ ও কাঠঠোকরা
মাত্রাপান্না ও হাদিরানী
আত্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প



প্রকাশিতব্যঃ
শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৬



AMAR CHITRA KATHA

HISTORY * MYTHOLOGY * LEGEND

11 KRISHNA
12 SHAKUNTALA
13 THE PANDAVA PRINCES
14 SAVITRI
15 RAMA
16 NALA DAMAYANTI
17 HARISCHANDRA
18 THE SONS OF RAMA
19 HANUMAN
20 MAHABHARATA
21 CHANAKYA
22 BUDDHA
23 SHIVAJI
24 RANA PRATAP
25 PRITHVIRAJ CHAUHAN
26 KARNA
27 KACHA
28 VIKRAMADITYA
29 SHIVA PARVATI
30 VASAVADATTA
31 SUDAMA
32 GURU GOBIND SINGH
33 HARSHA
34 BHEESHMA
35 ABHIMANYU
36 MIRABAI
37 ASHOKA
38 PRAHLAD
39 PANCHATANTRA
— THE JACKAL AND
THE WAR DRUM
40 TANAJI
41 CHHATRASAL
42 PARASHURAMA
43 BANDA BAHADUR
44 PADMINI
45 JATAKA TALES
— MONKEY STORIES
46 VALMIKI
47 GURU NANAK
48 TARABAI
49 RANJIT SINGH
50 RAM SHASTRI
51 RANI OF JHANSI
52 ULOOPI
53 BAJI RAO I
54 CHAND BIBI
55 KABIR
56 SHER SHAH
57 DRONA
58 SURYA
59 URVASHI
60 ADI SHANKARA
61 GHATOTKACHA
62 TULSIDAS
63 SUKANYA
64 DURGADAS
65 ANIRUDDHA
66 ZARATHUSHTRA
67 THE LORD OF LANKA
68 TUKARAM
69 AGASTYA
70 VASANTASENA
71 INDRA & SHACHI
72 DRAUPADI
73 SUBHADRA
74 AHILYABAI HOLKAR
75 TANSEN
76 SUNDARI
77 SUBHAS CHANDRA BOSE
78 SHRIDATTA
79 JATAKA TALES
— DEER STORIES
80 VISHWAMITRA
81 THE SYAMANTAKA GEM
82 MAHAVIRA
83 VIKRAMADITYA'S THRONE

84 BAPPA RAWAL
85 AYYAPPAN
86 ANANDA MATH
87 BIRBAL THE JUST
88 GANGA
89 GANESHA
90 CHAITANYA MAHAPRABHU
91 HITOPADESHA
— CHOICE OF FRIENDS
92 SAKSHI GOPAL
93 KANNAGI
94 NARSINH MEHTA
95 JASMA OF THE ODES
96 SHARAN KAUR
97 CHANDRAHASA
98 PUNDALIK & SAKHU
99 RAJ SINGH
100 PURUSHOTTAM DEV &
PADMAVATI
101 VALI
102 NAGANANDA
103 MALAVIKA
104 RANI DURGAVATI
105 DASHARATHA
106 RANA SANGA
107 PRADYUMNA
108 VIDYASAGAR
109 TACHCHOLI OTHENAN
110 SULTANA RAZIA
111 SATI & SHIVA
112 KRISHNA & RUKMINI
113 RAJA BHOJA
114 GURU TEGH BAHADUR
115 PAREEKSHIT
116 KADAMBARI
117 DHRUVA & ASHTAVAKRA
118 KING KUSHA
119 RAJA RAJA CHOLA
120 DAYANANDA
121 VEER DHAVAL
122 ANCESTORS OF RAMA

123 EKANATH
124 SATWANT KAUR
125 UDAYANA
126 JATAKA TALES
— ELEPHANT STORIES
127 THE GITA
128 VEER HAMMIR
129 MALATI & MADHAVA
130 GARUDA
131 BIRBAL THE WISE
132 RANAK DEVI
133 MARYADA RAMA
134 BABUR
135 DEVI CHOUDHURANI
136 RABINDRANATH TAGORE
137 SOORDAS
138 PANCHATANTRA
— THE BRAHMAN AND THE GOAT
139 PRINCE HRITADHWAN
140 HUMAYUN
141 PRABHAVATI
142 CHANDRA SHEKHAR AZAD
143 A BAG OF GOLD COINS
144 PURANDARA DASA
145 BHANUMATI
146 VIVEKANANDA
147 KRISHNA & JARASANDHA
148 NOOR JAHAN
149 ELEPHANTA
150 TALES OF NARADA

151 KRISHNADEVA RAYA
152 BIRBAL THE WITTY
153 MADHVACHARYA
154 CHANDRAGUPTA MAURYA
155 JNANESHWAR
156 BAGHA JATIN
157 MANONMANI
158 ANGULIMALA
159 THE TIGER AND THE
WOODPECKER
160 TALES OF VISHNU
161 AMRAPALI
162 YAYATI
163 PANCHATANTRA
— HOW THE JACKAL ATE
THE ELEPHANT
164 TALES OF SHIVA
165 KING SHALIVAHANA
166 THE RANI OF KITTUR
167 KRISHNA & NARAKASURA
168 THE MAGIC GROVE
169 LACHIT BARPHUKAN
170 INDRA AND VRITRA
171 AMAR SINGH RATHOR
172 KRISHNA & THE FALSE
VASUDEVA
173 KOCHUNNI
174 TALES OF YUDHISHTHIRA
175 HARI SINGH NALWA
176 TALES OF DURGA
177 KRISHNA AND SHISHUPALA
178 RAMAN OF TENALI
179 PAURAVA AND ALEXANDER
180 INDRA AND SHIBI
181 GURU HARGOBIND
182 THE BATTLE FOR
SRINAGAR
183 RANA KUMBHA
184 ARUNI AND UTTANKA
185 HITOPADESHA
— HOW FRIENDS ARE PARTED
186 TIRUPPAN & KANAKADASA

187 TIPU SULTAN
188 BABASAHEB AMBEDKAR
189 THUGSEN
190 KANNAPPA
191 THE KING OF
PARROT'S BODY
192 RANADHARA
193 KAPALA KUNDALA
194 GOPAL & THE COWHERD
195 JATAKA TALES
— JACKAL STORIES
196 HOTHAL
197 THE RAINBOW PRINCE
198 TALES OF ARJUNA
199 CHANDRALALAT
200 AKBAR
201 NACHIKETA
AND OTHER STORIES
202 KALIDASA
203 JAYADRATHA
204 SHAH JAHAN
205 RATNAVALI
206 JAYAPRAKASH NARAYAN
207 MAHIRAVANA
208 JAYADEVA
209 GANDHARI
210 BIRBAL THE CLEVER
211 THE CELESTIAL NECKLACE
212 BASAVESHWARA
213 VELU THAMPI

214 BHEEMA AND HANUMAN
215 PANNA AND HADI RANI
216 RANI ABBAKKA
217 SUKHU AND DUKHU
218 JATAKA TALES
— THE MAGIC CHANT
219 LOKAMANYA TILAK
220 KUMBHAKARNA
221 JAHANGIR
222 SAMARTH RAMDAS
223 BALADITYA AND
YASHODHARMA
224 JATAKA TALES
— NANDI VISHALA
225 TALES OF SAI BABA
226 RAMAN
THE MATCHLESS WIT
227 SADHU VASWANI
228 BIRBAL TO THE RESCUE
1981 releases
229 SHANKAR DEV
230 HEMU
231 BAHUBALI
232 DARA SHUKOH AND
AURANGZEB
233 PANCHATANTRA
— THE DULLARD
AND OTHER STORIES
234 BHAGAT SINGH
235 THE ADVENTURES OF
ASAD DATTA
236 BAHMAN SHAH
237 GOPAL THE JESTER
238 FRIENDS AND FOES
— ANIMAL TALES FROM
THE MAHABHARATA
239 HAKKA AND BUKKA
240 SAHASRAMALLA
● BALBAN
● PANCHATANTRA
— CROWS AND OWLS
● RAMANUJA
● THE PANDAVAS IN HIDING
● JATAKA TALES
— THE GIANT AND THE DWARF
● TYAGARAJA
● JATAKA TALES
— TALES OF WISDOM
● BIDHI CHAND
● TALES TOLD BY
RAMAKRISHNA
● SAMBAHAJI
● THE ADVENTURES OF
BADDU AND CHOTTU
● KARTIKEYA

Rs. 3.00 per copy

**Subscription
for 12 months
(24 forthcoming titles)
Rs. 65/-**

POSTAGE FREE
Send Rs. 65 by M.O./P.O./ Draft to:

India Book House
Magazine Co., Eruchshaw
Building, 249, Dr. D.N. Road,
Bombay-400 001